

বর্তমান জমানায়

সূরা কাহফের ব্যাখ্যা

মুসা ও খিজির

আব্দুল ওয়ারিথ বিন আবদ আল মুঘনী



## সূচিপত্র

|                                                                                                  |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ১) বইটি লেখার পটভূমি .....                                                                       | 3  |
| ২) কোরআন সকল কিছু সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা .....                                                        | 5  |
| ৩) মুসা এবং থিজিরের ঘটনা.....                                                                    | 6  |
| ৪) আল্লাহ মুসা এবং থিজিরকে যে জ্ঞান দিয়েছিলেন তা<br>বর্তমান জমানায় কাদেরকে কেন দিয়েছেন? ..... | 9  |
| ৫) সূরা কাহফে অবিশ্বাসীদের বর্ণনা .....                                                          | 17 |
| ৬) তারা কেন পরিচয় গোপন করে? .....                                                               | 28 |
| ৭) ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি .....                                                                    | 33 |
| ৭) ভার্শিটির গল্প .....                                                                          | 37 |
| ৮) ইসলাম গ্রহণের পূর্বে আমার সামনে যে প্রশ্ন এসে দাঁড়ায়.....                                   | 41 |
| ৯) তাদের নিয়ে কিছু জিজ্ঞেস করাও নিষেধ .....                                                     | 42 |
| ১০) সূরা কাহফে মাজুজদের বর্ণনা .....                                                             | 44 |
| ১১) মুমিনদের জন্য সুসংবাদ .....                                                                  | 45 |
| ১২) আমি একা কি করব? .....                                                                        | 47 |

## বইটি লেখার পটভূমি

আমি কোন লেখক নই, কোন বিজ্ঞ ব্যক্তিও নই। ইসলাম সম্পর্কে আমার খুবই কম জ্ঞান আছে। কিন্তু কোরআন, হাদিস পড়ার সময় এবং অন্য অনেক সময় আমার মাথায় পূর্বে পঠিত কোরআনের আয়াত এবং হাদিসের বিভিন্ন অর্থ ও ব্যাখ্যা মাথায় আসতে থাকে। আমার বিশ্বাস, এই চিন্তাগুলো আমার মনে আল্লাহই দান করেন।

কোরআন নিয়ে, সূরা কাহফ নিয়ে, হাদিস নিয়ে যত চিন্তা করি ততই অবাক হই যে, আল্লাহ প্রতিটি সময়ের প্রতিটি মানুষের এবং প্রতিটি অবস্থার ব্যাপারে কিভাবে এত অল্প কিছু আয়াতের ভিতরে বর্ণনা করলেন! আরও অবাক হই যখন বুঝতে পারি যে, সকল কিছু আল্লাহ পরিকল্পনা করে রেখেছেন এবং আল্লাহ এর পরিকল্পনা মোতাবেক-ই সব কিছু হচ্ছে।

কোরআনের আয়াতগুলো হচ্ছে সজীব বা জীবন্ত। প্রতিটি সময়ের/ জমানার, প্রতিটি দলের, প্রতিটি মানুষের সম্পর্কে আপনি কোরআনে তথ্য ও দিক নির্দেশনা পাবেন। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আল্লাহ এর রসুলের সাঃ হাদিসগুলো অবশ্যই জানা থাকতে হবে।

বইটির এটি দ্বিতীয় সংস্করণ। প্রথমবার লেখার সময় আমি গুছিয়ে, সুন্দর করে বইটি লিখতে পারিনি।

মুসা (আঃ) ও খিজিরকে অনেক বিভ্রান্তি আমাদের সমাজে বিদ্যমান আছে। বহু "আলেম" মুসা ও খিজিরের মধ্যে কার মর্যাদা বেশি -সেটা নিয়ে অনেক আলোচনা ও বই লিখেছেন। কিন্তু ব্যাপারটা যে আসলে সে রকম কিছু নয় তা এই বইটি পড়লে বুঝতে পারবেন।

দাজ্জাল আবির্ভূত হবার পর ইসলামের জ্ঞান অর্জনের জন্য কাদের কাছে যেতে হবে তার ইঙ্গিত আল্লাহ সূরা কাহফে দিয়েছেন, বর্তমান সময়ে শিরক কেমন হবে তার বর্ণনাও সূরা কাহফে রয়েছে। সূরা কাহফে দাজ্জালের মতাদর্শ কি? দাজ্জাল কারা? ইয়াজুজ-মাজুজ কারা? জুলকারনাইন কে ছিলেন? জুলকারনাইনের প্রাচীর কোনটি? দাজ্জাল আবির্ভূত হবার পর করণীয় কি? ইত্যাদি সকল বিষয়ে আল্লাহ আলোচনা করেছেন। আল্লাহ চাইলে, সম্পূর্ণ বইটি পড়ার পর আপনি এমন কিছু জানতে পারবেন যা কোনদিন কল্পনাও করেন নি। সূরা কাহফে আল্লাহ এর দেয়া তথ্যগুলো যখন বুঝতে পাড়লাম – তখন মনটা শান্তিতে ভরে গেল, আমি

বুঝতে পারলাম, সবকিছু আল্লাহ এর পরিকল্পনা অনুযায়ীই হচ্ছে। এতে হয়ত আল্লাহ এর প্রতি আমার বিশ্বাস আগের চেয়ে আরও বেড়ে গেছে।

আল্লাহ চাইলে, বইটি মুমিনের আত্মাকে শীতল করবে এবং আল্লাহ এর শত্রুদের ধ্বংস করবে। বর্তমানে, গুহাবাসী যুবক কারা? তারা কেন গুহাবাসী? এই সকল বিষয় আপনার কাছে ব্যাখ্যা করবে এই বই। এই বইয়ে এমন কিছু জ্ঞানের কথা বলা হয়েছে যা বিরল খুবই বিরল।

**বইটি পড়ার বিশেষ অনুরোধ থাকল কারণ এই বইটি পড়লে আপনি এমন তথ্য পাবেন যা কোন আলেমের কাছে শুনে নি, কোন বইয়ে পড়েন নি।**

\*\*\* একটু কষ্ট করে হলেও বইটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়বেন। বর্তমান জমানাকে বুঝার জন্য এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বই। একমাত্র আল্লাহকে খুশি করার জন্য বইটি অন্যদের সাথে শেয়ার করবেন।

\*\*\* বইটি সম্পূর্ণ কপি রাইট মুক্ত অর্থাৎ Copy Right Free / Public Domain / public Property. যে কেউ চাইলে বইটি সম্পূর্ণ অবিকৃত রেখে প্রকাশ করতে পারবেন।

\*\*\* বইটি থেকে প্রাপ্ত তথ্য যদি কেউ নিজের বইয়ে ব্যবহার করতে চান তাহলে অবশ্যই রেফারেন্সে এই বইটির নাম, লেখকের নাম এবং পৃষ্ঠা নম্বার উল্লেখ করবেন। অন্যের কাজকে যারা নিজের নামে চালিয়ে দিয়ে সুনাম এবং টাকা উপার্জন করতে চান তাদের ফয়সালা আল্লাহ এর হাতে।

## কোরআন সকল কিছুই সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা

"সেদিন আমি প্রত্যেক উম্মতের নিজেদের মধ্য হতেই একজন সাক্ষী তাদের বিরুদ্ধে দাঁড় করাব, এবং তোমাকে (মুহাম্মাদ) এদের (মুহাম্মাদ সাঃ এর জাতির) বিরুদ্ধে সাক্ষী হিসেবে নিয়ে আসব। আমি তোমার প্রতি এ কিতাব নাযিল করেছি যা প্রত্যেকটি বিষয়ের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা, সত্য পথের নির্দেশ, রহমত আর আত্মসমর্পণকারীদের জন্য সুসংবাদ স্বরূপ"। (সূরা নাহল ৮৯)

আল্লাহ বলেছেন, কোরআন সকল বিষয় আমাদের কাছে পরিষ্কার করবে এবং সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করবে। সুতরাং কোরআনে নিশ্চিতভাবেই দাজ্জাল, ইয়াজুজ, মাজুজ সম্পর্কে বলা আছে।

আবু দারদা' বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বলেছেন, "যদি কেউ সূরা আল-কাহফের শুরুর দশটি আয়াত অন্তর দিয়ে শিখে (learns by heart), তাহলে সে দাজ্জালের ফিতনা থেকে সুরক্ষিত থাকবে।" (সাহিহ মুসলিম ৮০৯এ; মিশকাত আল-মাসাবিহ ২১২৬)

আবু দারদা (রাঃ) বর্ণনা করেন: রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি সূরা কাহফের শুরু থেকে দশটি আয়াত মুখস্থ করবে, সে দাজ্জাল থেকে মুক্ত থাকবে"। অন্য বর্ণনায়, নবী (সাঃ) বলেছেন, "সূরা কাহফের শেষ দশটি আয়াত থেকে।" (সহীহ মুসলিম ৮০৯)

আল্লাহ এর রসূল (সাঃ) হাদিস অনুসারে, সূরা কাহফের প্রথম দশটি আয়াত অন্তর দিয়ে শিখলে সেই ব্যক্তি দাজ্জাল থেকে মুক্ত থাকবে। অন্য বর্ণনায় আছে, সূরা কাহফের শেষ ১০ টি আয়াত থেকে।

আল্লাহ এর রসূল (সাঃ) সূরা কাহফের প্রথম ১০ আয়াত অন্তর দিয়ে বুঝে মুখস্থ করলে দাজ্জাল থেকে মুক্ত থাকার কথা বলেছেন। এটি একটি ইঙ্গিত যে, সূরা কাহফে ইয়াজুজ, মাজুজ এবং দাজ্জাল সম্পর্কে তথ্য আছে।

প্রথমে সূরা কাহফে বর্ণিত মুসা (আঃ) ও খিজিরের ঘটনা সম্পর্কে জানব। আল্লাহ চাইলে, এই জমানায় বা সময়ে চলতে হলে আমাদের কি জ্ঞান লাগবে এবং সেই জ্ঞান আল্লাহ কাদেরকে

দিয়েছেন সেটাও আমরা মুসা ও খিজিরের ঘটনা থেকে জানতে পারব। ইয়াজুজ- মাজুজের মুক্তি এবং দাজ্জালের আবির্ভাবের পর সূরা কাহফ আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ সূরা।

\*\*\* ইয়াজুজ মাজুজের মুক্তি এবং দাজ্জাল আবির্ভূত হবার বিষয়ে "মুক্তিপ্ৰাপ্ত ইয়াজুজ মাজুজ এবং আবির্ভূত দাজ্জাল" বইটি পড়তে পারেন।

### মুসা এবং খিজিরের ঘটনা

স্মরণ কর, যখন মুসা তার যুবক সঙ্গীকে বলেছিল, 'দুই সমুদ্রের মিলনস্থলে পৌঁছা না পর্যন্ত আমি চলতেই থাকবো যদিও বছরের পর বছর চলতে হয়।' (৬০) অতঃপর যখন তারা দু'জনে দুই সমুদ্রের মিলন স্থলে পৌঁছল, তারা তাদের মাছের কথা ভুলে গেল আর সেটি সমুদ্রে তার পথ করে নিল সুড়ঙ্গের মত। (৬১) যখন তারা আরো এগিয়ে গেল, সে তার সঙ্গীকে বলল, 'আমাদের সকালের খাবার আন, আমরা আমাদের এই সফরে বড়ই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।' (৬২) সে উত্তর দিল, "তোমার কি মনে আছে যখন আমরা পাথরের ধারে বিশ্রাম নিচ্ছিলাম? "সেই সময়" আমি মাছের কথা ভুলে গিয়েছিলাম। শয়তান ছাড়া আর কেউ আমাকে এই কথা বলতে ভুলিয়ে দেয়নি। আর মাছটি অলৌকিকভাবে সমুদ্রে প্রবেশ করে। (৬৩) মুসা বলল, 'এটাই তো সেটা যেটা আমরা খুঁজছি।' কাজেই তারা তাদের পায়ের চিহ্ন ধরে ফিরে গেল। (৬৪) তখন তারা আমার বান্দাদের এক বান্দাকে পেল, যার প্রতি আমার পক্ষ থেকে অনুগ্রহ দান করেছিলাম এবং যাকে জ্ঞান দান করেছিলাম – আমার কিছু জ্ঞান।(৬৫) মুসা তাকে বললেন, "আমি কি আপনার অনুসরণ করতে পারি, যদি আপনি আমাকে সঠিক পথ সম্পর্কিত জ্ঞানের কিছু অংশ শেখান যা আপনাকে শেখানো হয়েছে?" (৬৬) সে বলল, নিশ্চিতভাবেই আপনি আমার সাথে ধৈর্য ধরতে পারবেন না। (৬৭) আপনি কীভাবে সে বিষয়ে ধৈর্য ধারণ করবেন যে (বিষয়) বুঝার জ্ঞান আপনার নেই?' (৬৮) মুসা বললঃ আল্লাহ চাইলে আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন এবং আপনার কোন আদেশ আমি অমান্য করবনা। (৬৯) সে বলল, 'আপনি যদি আমাকে অনুসরণ করতে চান, তাহলে আপনি আমাকে কোন ব্যাপারেই প্রশ্ন করবেন না যতক্ষণ না আমি নিজেই সে সম্পর্কে আপনাকে বলি।' (৭০) তাই তারা রওনা দিল, কিন্তু তারা একটি জাহাজে ওঠার পর, লোকটি জাহাজে একটি গর্ত করে দিল। মুসা প্রতিবাদ করে বলল,

"আপনি কি এর লোকদের ডুবিয়ে দেওয়ার জন্য এটা করেছেন? আপনি তো এক গুরুতর অন্যায় কাজ করলেন!" (৭১) তিনি বললেন, 'আমি কি আপনাকে বলিনি যে, আপনি কিছুতেই আমার সঙ্গে ধৈর্য ধরতে পারবেন না?' (৭২) তিনি (মূসা) বললেন, "আমি যা ভুলে গেছি তার জন্য আমাকে দোষ দিও না এবং আমার পথ আমার জন্য কঠিন করো না।" (৭৩) তারপর তারা চলতে লাগল। চলতে চলতে এক বালককে তারা দেখতে পেল। তখন সে তাকে হত্যা করে ফেলল। মূসা বলল, 'আপনি কি এক নিরাপরাধ জীবনকে কোন প্রকার হত্যার অপরাধ ছাড়াই হত্যা করে দিলেন? আপনি তো গুরুতর এক অন্যায় কাজ করে ফেললেন!' (৭৪) সে বলল, 'আমি কি আপনাকে বলিনি যে, আপনি আমার সঙ্গে কখনো ধৈর্য ধরতে পারবেন না?' (৭৫) তিনি (মূসা) বললেন, "এরপরে যদি আমি আপনাকে কিছু জিজ্ঞাসা করি, তাহলে আমাকে আর আপনার সাথে রাখবেন না। আপনি এখন এমন এক সীমায় পৌঁছেছেন যেখানে আমার নিজের পক্ষ থেকেও (আমার সাথে বিচ্ছেদের) একটা যৌক্তিক কারণ (আপনার) আছে।" (৭৬) তারপর তারা উভয়ে চলতে লাগল, চলতে চলতে তারা এক জনপদে পৌঁছে সেখানকার লোকদের কাছে খাবার চাইল। কিন্তু তারা তাদের দু'জনকে মেহমানদারী প্রদান করতে অস্বীকার করল। তারা দু'জন সেখানে একটা দেয়াল দেখতে পেল যা পড়ে যাবার মত অবস্থায় ছিল। তখন সেই ব্যক্তি সেটিকে মেরামত করে দিল। মূসা বলল, 'আপনি ইচ্ছে করলে এর জন্য পারিশ্রমিক নিতে পারতেন।' (৭৭) তিনি উত্তর দিলেন, এখান থেকেই রাস্তা আলাদা হয়ে গেলো - আমি তোমার কাছে তা ব্যাখ্যা করব যা তুমি ধৈর্য সহকারে বহন করতে পারো নি। (৭৮) নৌকাটির ব্যাপার হল- তা ছিল কয়েকজন গরীব লোকের, তারা সমুদ্রে জীবিকার জন্য কাজ করত। আমি সেটাকে খুঁতযুক্ত করতে চাইলাম, কারণ তাদের সামনে ছিল এক রাজা, সে জোরপূর্বক সব নৌকা কেড়ে নিত। আর বালকটির ব্যাপার হল- তার মাতা-পিতা ছিল মু'মিন। (৭৯) আমি (\*) আশংকা করেছিলাম যে, সে তার বিদ্রোহমূলক আচরণ ও (আল্লাহর প্রতি) কুফুরী দ্বারা তাদেরকে কষ্ট দেবে। ("And as for the boy, his parents were believers, and WE\* feared that he would pressure them into defiance and disbelief.") (\* এটা হচ্ছে Royal WE) (৮০) এ কারণে আমি (royal WE) চাইলাম যে, তাদের রব তাদেরকে তার পরিবর্তে অধিক পবিত্র ও দয়া-মায়ায় অধিক ঘনিষ্ঠ (সন্তান) দান করবেন। (৮১) "আর

প্রাচীরের কথা বলতে গেলে, এটি শহরের দুইজন এতিম বালকের ছিল, এবং প্রাচীরের নীচে তাদের একটি ধনভাণ্ডার ছিল, এবং তাদের পিতা একজন সংকর্মপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন। তাই তোমার রব ইচ্ছা করেছিলেন যে এই শিশুরা প্রাপ্তবয়স্ক হোক এবং তাদের ধনভাণ্ডার বের করুক, তোমার রবের করুণাস্বরূপ। আমি এটা নিজের ইচ্ছায় করিনি। তুমি যা ধৈর্য ধরে সহ্য করতে পারোনি, এই হল তার ব্যাখ্যা।" (৮২) (সূরা কাহফঃ ৬০-৮২)

সূরা কাহফের মুসা এবং খিজিরের ঘটনা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অনেক 'আলেম' মুসা এবং খিজিরের মধ্যে তুলনা করেছেন, কার মর্যাদা বেশী - সেটা নিয়েও অনেক আলোচনা আছে, যেমনঃ মুসা নবী এবং রসূল কিন্তু খিজির রসূল নন, ইত্যাদি। কিন্তু এই ধরনের আলোচনা নিতান্ত বোকামি ছাড়া কিছুই নয়। আল্লাহ চাইলে, মুসা ও খিজিরের ঘটনা থেকে আমরা বর্তমান জমানায় বা সময়ে কাদেরকে আল্লাহ ইসলামের জ্ঞান দিয়েছেন - এই বিষয়ে জানতে পারব। আল্লাহ চাইলে, কাদের কাছে গেলে ইসলাম সম্পর্কে সঠিক তথ্য জানা যাবে, কোরআন ও হাদিসের সঠিক ব্যাখ্যা জানা যাবে - সেটাও আমরা মুসা ও খিজিরের ঘটনা থেকে বুঝতে পারব। খিজিরের প্রকৃত নাম খিজির নয়। উনার প্রকৃত নাম কি তা জানা যায় না।

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী (সাঃ) বলেছেন, "খিযিরকে এই নামে ডাকা হত কারণ তিনি একটি সাদা মরুভূমিতে বসেছিলেন এবং তার পিছনে সবুজ (খদরা) অঙ্কুরিত হয়েছিল।" (মিশকাত আল-মাসাবিহ ৫৭১২)

হাদিস থেকে আমরা বুঝতে পারলাম, খিজিরকে 'খিজির' নামে ডাকার প্রকৃত কারণটি কি। খিজিরের প্রকৃত নাম কি - তা আল্লাহ-ই ভালো জানেন। খিজিরের প্রকৃত নাম না জানানোর একটি কারণ এটা হতে পারে যে, খিজিরকে খুঁজতে যাবার দরকার নাই এবং খিজিরকে নিয়ে চিন্তা করারও প্রয়োজন নেই, বরং মুসা এবং খিজিরের ঘটনা থেকে শিক্ষা নাও - এটাই হচ্ছে মূল বিষয়।

সূরা কাহফে মুসা ও খিজিরের ঘটনায় খিজির এক ধরনের জ্ঞানের প্রতিনিধিত্ব করেন এবং মুসা আরেক ধরনের জ্ঞানের প্রতিনিধিত্ব করেন। উভয় জ্ঞানের মিলনস্থল হচ্ছে



যেখানে মৃত মাছ জীবন ফিরে পেয়ে সুড়ঙ্গের মত জায়গা দিয়ে সাগরে হারিয়ে যায়।  
এই কথাগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ – এই কথাগুলো মনে রাখলে পুরো ব্যাপারটি বুঝতে সুবিধা হবে।

**আল্লাহ মুসা এবং খিজিরকে যে জ্ঞান দিয়েছিলেন তা বর্তমান জমানায় কাদেরকে  
কেন দিয়েছেন?**

সাইদ বিন জুবাইর থেকে বর্ণিত:

"আমি ইবনে আব্বাসকে বললাম: 'নওফ আল-বিকালী দাবি করেছেন যে বনী ইসরাঈলের মুসা আল-খিযিরের সাথী নন। তিনি বললেন: 'আল্লাহর শত্রু মিথ্যা বলেছে। আমি উবাই বিন কা'বকে বলতে শুনেছি: "আমি আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, 'মুসা (আঃ) ইসরাঈলের সন্তানদের কাছে খুতবা দিতে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল: "মানুষের মধ্যে কে সবচেয়ে বেশি জ্ঞানী?" তিনি বললেন: "আমিই সবচেয়ে বেশি জ্ঞানী।" তাই আল্লাহ তাকে উপদেশ দিলেন, কারণ তিনি (মুসা) জ্ঞানকে তাঁর (আল্লাহ এর) কাছে ফিরিয়ে দেননি। আল্লাহ তাকে ওহী পাঠালেন: "দুই সমুদ্রের সংযোগস্থলে আমার বান্দাদের মধ্যে একজন তোমার চেয়ে বেশি জ্ঞানী।" তখন মুসা বললেন: "হে প্রভু! আমি তার সাথে কিভাবে দেখা করব?" তিনি তাকে বললেন: "ঝুড়িতে করে মাছ বহন করো, যেখানেই তুমি মাছ হারাবে, সে সেখানেই থাকবে।" তাই তিনি রওনা হলেন এবং তার (সঙ্গী) ছেলে তাকে নিয়ে রওনা দিলেন – এবং তিনি (সঙ্গী ছেলে) ছিলেন ইউশা' বিন নুন। মুসা (আঃ) একটি ঝুড়িতে মাছ রেখে ছেলেটিকে নিয়ে হাঁটতে শুরু করলেন। অবশেষে যখন তারা একটি পাথরের কাছে পৌঁছালেন, তখন মুসা (আঃ) এবং তার ছেলে ঘুমিয়ে পড়লেন। মাছটি ঝুড়িতে এদিক-ওদিক ঘুরতে ঘুরতে সমুদ্রে পড়ে গেল।" তিনি (সাঃ) বললেন: 'আল্লাহ পানির প্রবাহ আটকে দিলেন যতক্ষণ না এটি একটি সুড়ঙ্গের মতো হয়ে গেল এবং মাছটি পিছলে (যেতে) শুরু করল। (এ দৃশ্য দেখে) মুসার সঙ্গী ছেলেটি অবাক হয়ে গেল। তারা দিন এবং রাতের বাকি সময় ধরে যাত্রা শুরু করল, এবং মুসার সঙ্গী তাকে (মাছের পালানোর কথা) জানাতে ভুলে গেল। সকালে যখন মুসা (আঃ) ঘুম থেকে উঠলেন, তখন তিনি তার ছেলেকে বললেন: আমাদের সকালের খাবার নিয়ে এসো;

সত্যিই আমরা এই যাত্রায় অনেক ক্লান্তি সহ্য করেছি (সূরা কাহফ:৬২)।" তিনি (সাঃ) বললেন: 'আল্লাহ তাকে যে স্থানটি যেতে আদেশ করেছিলেন তা অতিক্রম না করা পর্যন্ত তিনি ক্লান্ত হননি। তিনি (মুসার সঙ্গী ছেলেটি) বললেন: 'আপনার কি মনে আছে আমরা যখন পাথরের কাছে বিশ্রাম নিয়েছিলাম? আমি সত্যিই মাছটির (কথা) ভুলে গিয়েছিলাম, শয়তান ছাড়া আর কেউই আমাকে এটির কথা মনে করিয়ে দিতে ভুলিয়ে দেয়নি। এটি সমুদ্রে আশ্চর্যভাবে তার পথ বেছে নিয়েছিল (সূরা কাহফ:৬৩)। মুসা (আঃ) বললেন, আমরা এটাই খুঁজছিলাম। তাই তারা তাদের (পায়ের) চিহ্ন খুঁজে ফিরে গেল (সূরা কাহফ:৬৪)। তিনি বললেন, 'তারা তাদের (পায়ের) চিহ্ন খুঁজে বের করতে লাগল।" সুফিয়ান (রাঃ) বললেন, "মানুষ দাবি করে যে, সেই পাথরে জীবনের ঝর্ণা রয়েছে। মৃত ব্যক্তির উপর এর পানি ঢেলে দেওয়া হলে সে জীবিত হয়ে ওঠে এবং মাছটি এর কিছু অংশের সংস্পর্শে আসে, তাই যখন পানি তার উপর পড়ে তখন সে জীবিত হয়ে ওঠে।" "নবী (সাঃ) বললেন, 'তারা তাদের (পায়ের বা বাহনের) চিহ্ন অনুসরণ করে পিছনে ফিরে গেল, এমনকি তারা পাথরের কাছে পৌঁছাল এবং সেখানে একটি পোশাক পরিহিত ব্যক্তিকে দেখতে পেল। মুসা (আঃ) তাকে সালাম জানালেন, তিনি বললেন, তোমার ভূখণ্ডে কি এমন সালাম আছে? তিনি বললেন, আমি মুসা। তিনি বললেন, বনী ইসরাঈলের মূসা? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন, হে মুসা! তোমার কাছে আল্লাহর কাছ থেকে কিছু জ্ঞান আছে, যা আল্লাহ তোমাকে শিখিয়েছেন, যা আমাকে শেখানো হয়নি, এবং আমার কাছে আল্লাহর কাছ থেকে কিছু জ্ঞান আছে, যা আল্লাহ আমাকে শিখিয়েছেন, যা তোমাকে শেখানো হয়নি।" তখন মূসা বললেন: আমি কি আপনার সাথে থাকতে পারি যাতে আপনি আমাকে আপনাকে যে জ্ঞান শেখানো হয়েছে তার কিছু শেখাতে পারেন? (সূরা কাহফ:৬৬) তিনি বললেন: "নিশ্চয়ই, আপনি আমার সাথে ধৈর্য ধরতে পারবেন না! এবং আপনি যে বিষয়ে আপনার জ্ঞান নেই সে বিষয়ে কীভাবে ধৈর্য ধরবেন?" তিনি বললেন: "আল্লাহ ইচ্ছা করলে আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন এবং আমি আপনার অবাধ্য হব না (সূরা কাহফ:৬৭-৬৯)।" আল-খিযির তাকে বললেন: "তাহলে যদি আপনি আমার সাথে আসেন, তাহলে আমি নিজে আপনাকে না বলা পর্যন্ত আমাকে কোনও বিষয়ে জিজ্ঞাসা করবেন না (সূরা কাহফ:৭০)।" মূসা বললেন: "আচ্ছা।" তাই মূসা এবং আল-খিযির সমুদ্রের তীর ধরে হাঁটতে শুরু করলেন। তাদের

পাশ দিয়ে একটি নৌকা যাচ্ছিল, এবং তারা তাদের (নাবিকদের) সাথে কথা বলে তাদেরকে জাহাজে উঠাতে বলল। তারা আল-খিযিরকে চিনতে পেরেছিল তাই তারা তাদের দুজনকে বিনামূল্যে আরোহণ করতে দিল। খিযির (নৌকার) একটি তক্তা ধরলেন এবং তা উঠিয়ে ফেললেন। তখন মূসা (আঃ) তাকে বললেন: "এই লোকেরা আমাদের বিনামূল্যে যাত্রা করিয়েছিল, কিন্তু তুমি তাদের নৌকা ধ্বংস করে দিয়েছ যাতে এর লোকজন ডুবে যায়। তুমি সত্যিই একটা জঘন্য কাজ করেছ (সূরা কাহফ:৭১)। সে বলল: "আমি কি তোমাকে বলিনি যে তুমি আমার সাথে ধৈর্য ধরতে পারবে না? (সূরা কাহফ:৭২)। সে (মূসা) বলল: "আমি যা ভুলে গেছি তার জন্য আমাকে দায়ী করো না এবং আমার কাজের জন্য আমার প্রতি কঠোর হয়ো না (সূরা কাহফ:৭৩)।" তারপর তারা নৌকা থেকে নেমে এলো, আর যখন তারা তীরে হাঁটছিল, তখন তারা দেখতে পেল যে একটি ছেলে অন্য দুটি ছেলের সাথে খেলছে। তখন আল-খিযির তার (ছেলেটির) মাথা ধরল, হাত দিয়ে টান দিয়ে মাথা বের করে ফেলল, এবং সে (খিজির) তাকে (ঐ ছেলেকে) হত্যা করলো। মূসা তাকে বললো: তুমি কি এমন একজন নিরপরাধ ব্যক্তিকে হত্যা করেছো যে কাউকে হত্যা করেনি! তুমি সত্যিই একটা জঘন্য কাজ করেছো (সূরা কাহফ:৭৪)। সে বললো: আমি কি তোমাকে বলিনি যে তুমি আমার সাথে ধৈর্য ধরতে পারবে না? (সূরা কাহফ:৭৫) - তিনি (বর্ণনাকারী) বললেন: - "(মুসার এবারের ভুলটি) এটা প্রথমটির চেয়েও গুরুতর ছিল" - সে (মূসা) বললো: এরপরে যদি আমি তোমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করি, তাহলে তুমি আমার কাছ থেকে (আমাকে বিদায় করার) অজুহাত পেয়ে গেছো। তাই তারা দুজনেই এগিয়ে গেল যতক্ষণ না তারা একটি শহরের বাসিন্দাদের কাছে পৌঁছালো। তারা তাদের কাছে খাবার চাইলো কিন্তু তারা তাদের আপ্যায়ন করতে অস্বীকৃতি জানালো। সেখানে তারা একটি প্রাচীর দেখতে পেলো যা ধসে পড়ার দ্বারপ্রান্তে ছিল (সূরা কাহফ:৭৬ এবং ৭৭)। বর্ণনাকারী বলেন: - অর্থাৎ ঝুঁকে থাকা - 'তাই আল-খিযির তার হাত এভাবে করে (প্রাচীরটি) সোজা করে দিলেন (সূরা কাহফ:৭৭)। মূসা তাকে বললেন: আমরা এই লোকদের কাছে এসেছিলাম, তারা আমাদের মেহমানদারি করেনি এবং আমাদের খাবারও দেয়নি। আপনি যদি চাইতেন, তাহলে অবশ্যই এর (প্রাচীর ঠিক করার) জন্য পারিশ্রমিক নিতে পারতেন! তিনি (খিজির) বললেন: "এটাই তোমার এবং আমার মধ্যে বিচ্ছেদ। আমি তোমাকে

সেইসব বিষয়ের ব্যাখ্যা বলবো যার উপর তুমি ধৈর্য ধরতে পারোনি (সূরা কাহফ:৭৭ এবং ৭৮)।" রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন: 'আল্লাহ মূসার উপর রহম করুন! আমাদের ইচ্ছা যে, তিনি (মুসা) যদি ধৈর্য ধরতেন, তাহলে, আমরা তাদের দুজনের সম্পর্কে আরও জানতে পারতাম।' তিনি (হাদিসটি বর্ণনাকারী) বললেন: 'তাই আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বললেন: 'প্রথমবার মুসা ভুলে গিয়েছিলেন।' তিনি (সাঃ) বললেন: 'একটি চড়ুই এসে নৌকার ধারে দাঁড়িয়ে সমুদ্রে খোঁচা মারল।' তখন আল-খিযির তাকে বললেন: "আমার জ্ঞান এবং তোমার জ্ঞান আল্লাহর জ্ঞানের তুলনায় কিছুই না, বরং এই চড়ুই পাখি সমুদ্রের (পানি) যতটুকু কমিয়ে দেয় (তার চেয়েও কম)।" সাঈদ বিন জুবাইর বলেন: "এবং তিনি" - অর্থাৎ ইবনে আব্বাস - "তिलाওয়াত করতেন: "আর তাদের পূর্বে একজন বাদশাহ ছিলেন যিনি জোর করে প্রতিটি কার্যকর নৌকা দখল করতেন (সূরা কাহফ:৭৯)।" এবং তিনি বলতেন: "ছেলেটির ক্ষেত্রে, সে ছিল কাফের (সূরা কাহফ:৮০)।"

(জামে' আত-তিরমিযী ৩১৪৯)

হাদিস থেকে আমরা জানতে পারি যে, মুসা আঃ দাবী করেছিলেন যে, তিনিই মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশী জ্ঞানী। কিন্তু এই বিষয়টি আল্লাহ পছন্দ করেন নি।

মুসা যখন খিজিরের সাথে মিলিত হয়ে খিজিরের সঙ্গী হিসেবে থেকে খিজিরকে আল্লাহ যে জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছিলেন তা শিখতে চেয়েছিলেন তখন খিজির মুসাকে বলেন যে, মুসা যেন ধৈর্য ধরে খিজিরের সাথে থাকেন এবং তাকে কোন প্রশ্ন না করেন। খিজির মুসাকে এই কথাও বলেন যে, "আপনি কীভাবে সে বিষয়ে ধৈর্য ধারণ করবেন যে (বিষয়) বুঝার জ্ঞান আপনার নেই?" তারপর খিজির এমন কিছু কাজ করেন যা কিতাবের ওহীর জ্ঞান অনুযায়ী অন্যায় এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ। মুসার কাছে শুধু কিতাবের ওহীর জ্ঞান ছিল তাই তিনি ধৈর্য ধরতে পারেন নি। মুসা খিজিরকে একের পর এক প্রশ্ন করা শুরু করেন, এভাবে তৃতীয়বার প্রশ্ন করার পর খিজির মুসাকে বলেন যে, এখন মুসাকে খিজির আর সঙ্গী হিসেবে রাখতে পারবেন না। তারপর খিজির যে সকল কাজ করেছিলেন তা ব্যাখ্যা করে মুসাকে বুঝিয়ে বলে দেন। খিজির যা কিছু করছিলেন তা সবই আল্লাহ উনাকে যে জ্ঞান দিয়েছিলেন তার উপর ভিত্তি করেই করছিলেন যা

কিতাবে ওহীর জ্ঞানের মধ্যে পাওয়া যায় না। তাই, মুসা প্রথমে থিজিরের কাজগুলোকে বুঝতে পারছিলেন না। থিজিরের কাছে যে জ্ঞান ছিল তা আল্লাহ উনাকে দিয়েছিলেন এবং এই জ্ঞান আল্লাহ এর নাযিল করা কিতাবের মধ্যে নেই। তাহলে, মুসা এবং থিজিরের জ্ঞানকে আমরা ২ ভাগে ভাগ করতে পারি। মুসার জ্ঞান হচ্ছে কিতাবের ওহীর জ্ঞান আর থিজিরের জ্ঞান হচ্ছে আল্লাহ এর দেয়া জ্ঞান যা দিয়ে সঠিক পথটা চেনা যায়, সঠিক কাজটি করা যায়, সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়া যায় কিন্তু এই জ্ঞান কিতাবের ওহীর জ্ঞানের ভিতরে নেই।

থিজিরের কাছে যে ধরণের জ্ঞান ছিল তা কি আমাদের প্রয়োজন আছে? হ্যাঁ, থিজিরের কাছে যে জ্ঞান ছিল তা আমাদের প্রয়োজন আছে। থিজিরকে আল্লাহ যে জ্ঞান দিয়েছিলেন সেই জ্ঞান যদি আল্লাহ আমাদের না-ই দেন তাহলে, সেই জ্ঞানের কথা আল্লাহ আমাদের জানালেন কেন? জানিয়েছেন কারণ সেই জ্ঞান আল্লাহ আমাদের মধ্যে অন্তত কাউকে কাউকে দিবেন। আর মাছের মৃত থেকে জীবিত হয়ে সুড়ঙ্গের মত জায়গা দিয়ে সাগরে নেমে যাবার বর্ণনা কেন এত গুরুত্বপূর্ণ যে তা কোরআনে আল্লাহ বর্ণনা করেছেন? কারণ এতে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আছে। কোরআনে এমন একটি শব্দও নেই -যেটা আল্লাহ অযথা বলেছেন।

কিছুদিন আগে শিবিরের (জামাতে ইসলামীর ছাত্র সংগঠন) একজন নেতার একটি বক্তব্য শুনলাম; তিনি বলছেন, "গণতন্ত্র নিয়ে কোন কথা কোরআনে এবং হাদিসে নেই, তাই গণতন্ত্র মানা যাবে না - এমন কথা কোরআন এবং হাদিসে নেই। গণতন্ত্র কোন মতবাদ নয়, গণতন্ত্র হচ্ছে একটি প্রসেস যার মাধ্যমে তারা ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে কাজ করছেন। এই ব্যাপারে, হাজার হাজার আলেম প্রচুর বই লিখেছেন। এই ব্যাপারে আর সন্দেহ করার কিছু নেই"।

উনার কিছু কথা ঠিক আছে, গণতন্ত্র নিয়ে কোন কথা কোরআনে এবং হাদিসে নেই। আলেম -ওলামারা ইশতিহাদ বা ইজমা দিয়েছেন যে, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ইসলাম প্রতিষ্ঠায় কাজ করা যাবে। বাংলাদেশের ৯৯% আলেম গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে "ইসলামী দলকে" বিজয়ী করে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করার কথা বলেন, তারা গণতান্ত্রিক নির্বাচন করছে।

এ সকল কারণেই থিজিরকে আল্লাহ যে ধরণের জ্ঞান দিয়েছিলেন তা আমাদের দরকার কারণ বর্তমান সময়ে এমন অনেক কিছু আমাদের সামনে এসে উপস্থিত হয়েছে যার কথা সরাসরি

কোরআনে এবং হাদিসে বলা নেই, তাহলে আপনার ওহীর জ্ঞান সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য আল্লাহ প্রদত্ত সেই ধরণের জ্ঞান লাগবে যা আল্লাহ খিজিরকে দিয়েছিলেন। খিজিরকে আল্লাহ কোন ধরণের জ্ঞান দিয়েছিলেন ? আল্লাহ খিজিরকে নিজে জ্ঞান দিয়েছিলেন যে জ্ঞান কিতাবে নেই।

কোরআন নাযিল হয়েছে অনেক আগে, আল্লাহ এর রসূল সাঃ এবং সাহাবীরা পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন বহু আগে। গনতন্ত্র মুসলিম সমাজে এসেছে ২০০ বছরও হয়নি তাই কোরআন, হাদিসে গণতন্ত্র নিয়ে কোন কথা আপনি পাবেন না - এটাই স্বাভাবিক। এখন গণতন্ত্র যে শিরক - এটা বুঝতে হলে আপনার সেই জ্ঞান লাগবে যেই জ্ঞান আল্লাহ খিজিরকে দিয়েছিলেন - যে জ্ঞান কোরআন এবং হাদিসে সরাসরি দেয়া নেই। পিরতন্ত্র বা সুফিজম যে শিরক সেটা বুঝতে হলেও আপনার সেই জ্ঞান লাগবে যেই জ্ঞান কোরআন হাদিসে সরাসরি দেয়া নেই। খিজিরকে আল্লাহ নিজে কিছু জ্ঞান দিয়েছিলেন, বর্তমান জমানায় আল্লাহ যাকে নিজে জ্ঞান দিবেন সেই সঠিক পথ পাবে। এই জমানায় শুধু মাদ্রাসায় পড়ে কোরআনের আয়াত মুখস্ত করলে আর মাসলা - মাসায়েলের বই পড়লে সঠিক পথ পাওয়া যাবে না যদি আল্লাহ আপনাকে নিজ থেকে জ্ঞান না দেন - যেই জ্ঞান দিয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়া যায়, সঠিক পথটি চেনা যায়। তাহলে, এই জমানায় কি কিতাবের ওহীর জ্ঞান দরকার নেই? অবশ্যই দরকার আছে। আমাদের উভয় জ্ঞানই দরকার আছে। এজন্যই আমাদের জানতে হবে সেই জায়গাটা কোথায় যেখানে দুই ধরণের জ্ঞান মিলিত হয়েছিল। সেই জায়গাটা হচ্ছে মৃত মাছ জীবিত হয়ে যখন সুড়ঙ্গের মত জায়গা দিয়ে চলে যায়। মুসা আঃ এর ঘটনা নিয়ে আমি চিন্তা করে দেখেছি যে, এই ঘটনায় মাছের কথা কেন বলা হল? আল্লাহ তো মুসাকে সরাসরি বললেই পারতেন যে, অমুক জায়গায় গেলে তুমি খিজিরকে পাবে। কিন্তু আল্লাহ মাছ হারানোর কথা বললেন কেন? কেন আল্লাহ বললেন যে, "ঝুড়িতে করে মাছ বহন করো, যেখানেই তুমি মাছ হারাবে, সে সেখানেই থাকবে"। তারপর মাছটি আবার সুড়ঙ্গের মত পথে চলে গেল।

পৃথিবীতে সুড়ঙ্গ পথে কারা চলে যেত? যারা পালিয়ে যেতে চায় তারাই সুড়ঙ্গ দিয়ে চলা ফেরা করে, যারা তাদের প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ করতে চায় না তারা সুড়ঙ্গ দিয়ে চলাফেরা করে। পূর্বে রাজপ্রাসাদে, দুর্গে সুড়ঙ্গ থাকত যাতে আক্রান্ত হলে বা পরাজয়ের ঝুঁকি আসলে রাজা বাদশারা পালিয়ে যেতে পারে। সুড়ঙ্গ অনেক ক্ষেত্রে যুদ্ধের কলা কৌশল হিসেবেও ব্যবহার করা হত। মূল কথা হচ্ছে, যারা নিজেকে গোপন রেখে কোথাও যেতে চায় তারাই সুড়ঙ্গ ব্যবহার করে। বর্তমানে, মুসলিমদের মধ্যে কারা নিজেদের পরিচয় গোপন রাখতে চায়? যারা এই কথা বলে, "গনতন্ত্র হচ্ছে বড় শিরক, গনতন্ত্র মানলে ঈমান নষ্ট হয়ে যাবে। গনতন্ত্র বলে যে, আইন দেয়ার মালিক জনগণের ভোটে নির্বাচিত সংসদ সদস্যগণ। ইসলাম বলে যে, আইন দেয়ার মালিক একমাত্র আল্লাহ"। এরাই হচ্ছে তারা যারা নিজের পরিচয় গোপন রেখে ইসলাম প্রচার করে। মৃত মাছের জীবিত হবার ব্যাপারটা কি? এই সকল লোক বা যুবক যারা প্রচার করে যে, গনতন্ত্র, পীরতন্ত্র হচ্ছে শিরক তারা এক সময় ইসলাম থেকে বহু দূরে ছিল, তাদের মধ্যে অনেকে অবিশ্বাসী ছিল কিন্তু আল্লাহ যখন তাদের জ্ঞান দিলেন তখন তারা ঈমান এনে জীবিত হল। এটাই হচ্ছে মৃত মাছের জীবিত হবার ব্যাখ্যা। আর এই যুবক বা লোকেরা কারা? এরা হচ্ছে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া ছাত্ররা বা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকরী করা লোকেরা বা অন্য লোকেরা যারা কোন দিন মাদ্রাসায় পড়েনি, তাদের ভিতর কিতাবের ওহীর (কোরআনের) জ্ঞান ছিল না। তারা আলেম -ওলামাদের অস্বীকার করে প্রথমে বিশ্বাস করেছে যে, আইন দেয়ার মালিক একমাত্র আল্লাহ, গনতন্ত্র - পীরতন্ত্র শিরক, আল্লাহ ছাড়া কোন আইনদাতা নেই। তারপর তারা কোরআন বুঝে বুঝে পড়েছে এবং হাদিস পড়েছে। তাদের সবাই যে মাদ্রাসায় পড়া লোকদের মত কিতাবের জ্ঞান রাখে ব্যাপারটা এমন নয় কিন্তু তারা শিরক চিনে ফেলেছে। এই জ্ঞান তাদেরকে কে দিয়েছে? আল্লাহ নিজে তাদেরকে এই জ্ঞান দিয়েছেন যে রূপ জ্ঞান আল্লাহ খিজিরকে দিয়েছিলেন। আর এটাই হচ্ছে বর্তমান জমানায় খিজির এবং মুসার ঘটনার তাৎপর্য। তারা হচ্ছে মুসার হারিয়ে যাওয়া সেই মাছ যেখানে দুই ধরনের জ্ঞান মিলিত হয়েছিল। অর্থাৎ এই যুবকদের মাঝে আপনি মুসার কাছে থাকা কিতাবের জ্ঞানও পাবেন আবার খিজিরের কাছে থাকা সেই জ্ঞান পাবেন যা আল্লাহ নিজে খিজিরকে দিয়েছিলেন। এরাই জীবনের ঝুঁকি নিয়ে, মামলা, জেলের ঝুঁকি নিয়ে সমাজে নিজের প্রকৃত বিশ্বাসকে (বা নিজের প্রকৃত পরিচয়কে)

গোপন রেখে ইসলাম প্রচার করছে, গনতন্ত্র শিরক এই কথা প্রচার করছে - ইসলাম প্রচার করার পর তারা যেন সুড়ঙ্গ দিয়ে নিজের পরিচয় গোপন রেখে চলে যায়। যেহেতু তারা নিজের পরিচয় এবং নিজের বিশ্বাসকে সমাজের মানুষের কাছ থেকে গোপন রাখে এবং ইসলাম প্রচার করে আবার হারিয়ে যায় - তাই এরাই হচ্ছে মুসার সেই মাছ যে দুই ধরনের জ্ঞানকে মিলিয়ে দিয়ে নিজে হারিয়ে যায়। তাহলে, এই জমানায় কাদের কাছে গেলে ইসলাম সম্পর্কে সঠিক তথ্য জানতে পারবেন? যাদেরকে আল্লাহ দুই ধরনের জ্ঞানই দিয়েছেন।

কিতাবের জ্ঞানের অধিকারী মুসা বলেছিল, "মানুষের মধ্যে আমি সবচেয়ে জ্ঞানী", এখন কারা এই কথা বলে? কিতাবের জ্ঞানের অধিকারী আলেম -ওলামারা। তারা মনে করে, যারা মাদ্রাসায় পড়েনি তারা ইসলাম সম্পর্কে জানে না। ইসলামের জ্ঞান শুধু মাদ্রাসায় পড়লেই পাওয়া যায়। আলেম- ওলামারা দাবী করে যে, ইসলামের বিষয়ে মতামত দেবার অধিকার কেবল তাদের-ই। ইসলাম সম্পর্কে তারা সাধারণ মুসলিমদের চেয়ে বেশী জানে। তারা অহংকার করে বলে যে, "আমরা মাদ্রাসায় পড়েছি, আমরা আরবি ভাষা জানি, আমরা নবীর ওয়ারিশ", ইত্যাদি। মুসার ঐ কথার সাথে এদের কথার মিল পাচ্ছেন? অথচ এরা পীরতন্ত্র মানে, গণতন্ত্র মানে - যা পরিষ্কার বড় শিরক (শিরকে আকবর)। তারপর বলে যে, আমরা গনতন্ত্র মানি না কিন্তু আমরা গনতন্ত্রের ঐ নিয়মটা মানি কারণ ইসলামে ঐ নিয়মটা আছে। এভাবে তারা মানুষকে ধোঁকা দেয়। গনতন্ত্রের কোন কিছু ইসলামে নেই আবার ইসলামের কোন কিছু গণতন্ত্রে নেই। কথা পরিষ্কার। ইসলামের কথা হচ্ছে যা কিছু করবে একমাত্র আল্লাহকে খুশি করার জন্য করবে, গনতন্ত্রে এমন কোন কথা নেই - এখানেই তো ইসলাম এবং গনতন্ত্র আলাদা হয়ে গেলো। এরপর এই সমাজের "আলেম" নামের মূর্খরা কিভাবে ইসলামের ভিতরে গনতন্ত্র খুঁজে পায়? যে ব্যক্তি বলবে বা বিশ্বাস করবে যে ইসলামে গনতন্ত্র আছে নিশ্চিতভাবেই সে জাহান্নামে যাবে। যে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ইসলাম প্রতিষ্ঠার কাজ করবে - নিশ্চিতভাবেই সে জাহান্নামী। কথা পরিষ্কার। ইসলামে ইসলাম প্রতিষ্ঠার নিয়ম বলা আছে আর তা কখনোই গণতান্ত্রিক পদ্ধতি নয়। আসলে, মুসার সাথে খিজিরের ঘটনা দু'জন ব্যক্তির মধ্যকার ঘটনা নয়। উক্ত ঘটনাটি হচ্ছে দু'টি জ্ঞানের মধ্যকার ঘটনা। আলেম ওলামারা মুসার সম্মান, জ্ঞান বেশী না খিজিরের সম্মান,



জ্ঞান বেশী এই নিয়ে বিশাল বই লিখে ভরে ফেলেছেন। আল্লাহ তো মুসাকে বলেই দিয়েছেন যে, মুসার চেয়ে খিজিরের জ্ঞান বেশী। তারপর এটা নিয়ে আলোচনার কোন সুযোগ নাই। অর্থাৎ বর্তমান জমানায় যারা মুসার মত বলে যে, আমরা আলেম, আমাদের ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান বেশী, আমরা নবীর ওয়ারিশ, আমরা মাদ্রাসায় ১৮ বছর লেখাপড়া করেছি – তাদের চেয়ে সেই সকল যুবক বা ব্যক্তিদের ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান বেশী যাদেরকে আল্লাহ সেই জ্ঞান দিয়েছেন যেই জ্ঞান তিনি খিজিরকে দিয়েছিলেন।

উক্ত ঘটনায় মুসা ও খিজিরের কাছে থাকা জ্ঞান দু'টিই আল্লাহ এর কাছ থেকে এসেছে আর দুটি জ্ঞানই আমাদের দরকার। খিজির মুসাকে বলেছিল, আপনাকে যে জ্ঞান দেয়া হয়েছে তা আমাকে দেয়া হয়নি আবার আমাকে যে জ্ঞান দেয়া হয়েছে তা আপনাকে দেয়া হয়নি। সেই লোকই বর্তমান জমানায় সঠিক পথ পাবে যাকে আল্লাহ উভয় জ্ঞানই দান করেছেন। যাকে আল্লাহ উভয় জ্ঞান দিবেন না সে শিবিরের নেতার মত বলবে যে, " কোরআন হাদিসে গনতন্ত্র নিয়ে কোন কথা বলা হয়নি, গনতন্ত্র হারাম এই কথা কোরআন, হাদিসে বলা হয়নি"। যাকে আল্লাহ উভয় জ্ঞান দিবেন না সে নামের আগে মুফতি, মুহাদ্দিস টাইটেল লাগাবে আর বলবে যে, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ইসলাম প্রতিষ্ঠার কাজ করা যাবে, এই ব্যাপারে আলেমদের ইশতিহাদ হয়ে গেছে। তারপর তাদের সুড়ঙ্গের মত পথ দিয়ে হারিয়ে/ পালিয়ে যেতে হবে না, তারা গর্ব সহকারে গণতান্ত্রিক নির্বাচন করবেন, এমপি হবেন, মন্ত্রী হবেন, দুই হাতে টাকা কামাবেন আর ওয়াজে স্লোগান দিবেন, আগামী বাংলাদেশ ইসলামের বাংলাদেশ, ইসলামের শত্রুরা হুশিয়ার সাবধান। এরা নিজেরাই যে, ইসলামের সবচেয়ে বড় শত্রু - এরা তা বুঝে না, জানে না।

### সূরা কাহফে অবিশ্বাসীদের বর্ণনা

"তুমি তাদের কাছে দু'ব্যক্তির উদাহরণ বর্ণনা কর যাদের একজনকে আমি দিয়েছিলাম দু'টি আঙ্গুরের বাগান, আর ওগুলোকে খেজুর গাছ দিয়ে ঘিরে দিয়েছিলাম আর ও দু'টির মাঝে দিয়েছিলাম শষ্যক্ষেত। (৩২) দু'টো বাগানই ফল দিতে কোন রকম ত্রুটি করত না। এ দু'য়ের মাঝে আমি নদী প্রবাহিত করেছিলাম। (৩৩) এবং তার প্রচুর ধন-সম্পদ ছিল; একদিন

কথাবার্তা বলার সময় সে তার প্রতিবেশীকে বলল, 'সম্পদে আমি তোমার চেয়ে অধিক এবং জনবলেও অনেক শক্তিশালী'। (৩৪) এভাবে নিজের আত্মার প্রতি জুলুম করে সে তার বাগানে প্রবেশ করল। সে বললঃ আমি মনে করি না যে, এটা (বাগান) কখনও ধ্বংস হবে। (৩৫) আমি মনে করি না যে কিয়ামাত হবে। আর যদি আমাকে আমার রবের কাছে ফিরিয়ে নেয়াই হয়, তাহলেও আমি অবশ্যই (এই বাগানের) পরিবর্তে আরো উৎকৃষ্ট স্থান পাব। (৩৬) উত্তরে তার সাথী বলল, 'তুমি কি তাঁকে অস্বীকার করছ যিনি তোমাকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর শুক্রাণু হতে, অতঃপর তোমাকে পূর্ণাঙ্গ দেহসম্পন্ন মানুষ বানিয়ে দিয়েছেন? (৩৭) কিন্তু আমার বিশ্বাস হচ্ছে, তিনি আল্লাহ, আমার রব, এবং আমি আমার রবের সাথে কাউকে অংশীদার হিসেবে স্বীকার করব না। (৩৮) তুমি যখন তোমার বাগানে প্রবেশ করলে তখন কেন বললে না যে, 'আল্লাহ যা ইচ্ছে করেছেন (তা-ই হয়েছে), আল্লাহ ছাড়া কারো কোন শক্তি নেই। যদিও তুমি আমাকে ধন সম্পদ এবং সন্তানের ব্যাপারে তোমার চেয়ে কম দেখ,(৩৯) (সূরা কাহফঃ ৩২-৪৪)

সূরা কাহফে আলোচিত দুই ব্যক্তির মাধ্যমে আল্লাহ অবিশ্বাসীদের যে বর্ণনা দিয়েছেন তা আমরা বর্তমান সমাজে দেখতে পাই।

এই ধরনের অবিশ্বাসীরা অহংকার করে। কিয়ামত দিবসের ব্যাপারে এদের নিশ্চিত বিশ্বাস নেই আবার যদি বিশ্বাস করেও তাহলে সে মনে করে যে, আল্লাহ তাকে দুনিয়াতে যা দিয়েছেন তার চেয়ে অনেক বেশী আখিরাতে দিবেন। বর্তমান জমানায় তারাই অবিশ্বাসী হয়ে যাবে যারা ধনসম্পদ অর্জনের প্রতিযোগিতায় নামবে। যারা এই রকম চিন্তা করবে যে, আমার প্রতিবেশী ৫ তলা বিল্ডিং করেছে আমাকে ৬ তলা বিল্ডিং করতে হবে বা এই রকম চিন্তা করবে যে, আমার আত্মীয় ১ টা ফ্ল্যাট কিনেছে সুতরাং আমাকেও ফ্ল্যাট কিনতে হবে। এই ধরনের চিন্তাই একজন মুসলিমকে শিরকের দিকে নিয়ে যাবে। এই চিন্তা থেকে তার ভিতরে অহংকার আসবে কারণ যখন অন্যদেরকে দেখানোর জন্য বা অন্যদের চেয়ে বেশী সম্পদের মালিক হবার জন্য কাজ করবে, সময় দিবে তখন সে ইসলামের জন্য সময় দেবার মত সময় পাবে না; কোরআন, হাদিস পড়বে না - তাহলে সে সঠিক পথ পাবে কিভাবে?

রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "আনন্দ কর এবং আশা কর যা তোমাকে সন্তুষ্ট করবে। আল্লাহর শপথ, আমি তোমাদের জন্য দারিদ্র্যতাকে ভয় করি না, বরং আমি আশঙ্কা করি যে, এই পৃথিবী তার সম্পদসহ তোমাদের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে যেমনটি তোমাদের পূর্ববর্তীদের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছিল; এবং তোমরা এটার (সম্পদের) জন্য একে অপরের সাথে তাদের মত করে (প্রতিযোগিতা) করবে যেভাবে তারা প্রতিযোগিতা করেছিল এবং শেষ পর্যন্ত এটি তোমাদের ধ্বংস করবে যেভাবে তাদের ধ্বংস করেছিল।" (রিয়াদ আস-সালিহিন ৪৫৬)

সূরা কাহফের উক্ত আয়াতসমূহে অবিশ্বাসী ব্যক্তিটি প্রথমে বলেছে - "একদিন কথাবার্তা বলার সময় সে তার প্রতিবেশীকে বলল, 'সম্পদে আমি তোমার চেয়ে অধিক এবং জনবলেও অনেক শক্তিশালী'।" বুঝা গেলো শিরক এবং অবিশ্বাসের শুরু হয় সম্পদ ও ক্ষমতা অর্জনের প্রতিযোগিতার মাধ্যমে।

উক্ত অবিশ্বাসী ব্যক্তি তারপর অহংকার করেছে যে অন্যের চেয়ে তার সম্পদ ও জনবল বেশী। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ অহংকার আমার চাদর এবং মহত্ত্ব আমার পোশাক এবং যে কেউ এ দুটির মধ্যে যে কোনটি একটি নিয়ে আমার সাথে প্রতিযোগিতা করবে তাকে আমি জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। (৪০ টি হাদিসে কুদসি, হাদিস নাস্বার ১৯ ; সুনানে ইবনে মাজাহ ৪১৭৪)

আবদুল্লাহ বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

"যার অন্তরে সরিষার দানার পরিমাণও অহংকার আছে, তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে না। আর যার অন্তরে সরিষার দানার পরিমাণও ঈমান থাকবে, তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করানো হবে না।" (জামি আত-তিরমিযী ১৯৯৮)

বুঝা গেলো, ঈমান আর অহংকার পরস্পর বিপরীতমুখী। অহংকারের শুরু হয় সম্পদ এবং ক্ষমতা (জনবল) অর্জনের প্রতিযোগিতার মাধ্যমে। আপনি যখন কারো সাথে সম্পদ অর্জনের

প্রতিযোগিতা করছেন তখন আপনি তা কেন করছেন? কারণ তাকে সম্পদ অর্জনে পরাজিত করে আপনি অহংকার করতে চান; তাকে দেখাতে চান যে, আপনি তার চেয়ে সেরা। মুখে কিছু না বললেও আপনার অন্তরে অহংকার আছে কারণ আপনি তাকে দেখাতে চান যে - আপনি তার চেয়ে সেরা। এটাই হচ্ছে হাদিসে উল্লেখিত অন্তরে অহংকার থাকার উদাহরণ।

তারপর সূরা কাহফে উক্ত অবিশ্বাসী ব্যক্তি বলেছিল, "সে বললঃ আমি মনে করি না যে, এটা (বাগান) কখনও ধ্বংস হবে।"

বর্তমানে চারিদিকে মুসলিমরা কি বলে, কি করে - আমি ইঞ্জিনিয়ারের প্ল্যান অনুযায়ী, রড, সিমেন্ট দিয়ে এমন বাড়ি করেছি যে - এটা ১০০ বছরেও নষ্ট হবে না। এটাই হচ্ছে আল্লাহকে চ্যালেঞ্জ করা কারণ উক্ত ব্যক্তির বলা উচিত ছিল যে - আল্লাহ চাইলে, আমার বাড়ি অনেক দিন টিকবে। সে আল্লাহ উপর বিশ্বাস না রেখে বিশ্বাস রেখেছে ইঞ্জিনিয়ারের প্ল্যান এবং রড, সিমেন্টের উপর। এটাই হচ্ছে আল্লাহকে অবিশ্বাস করা। তারপর সে কিয়ামতকেই অবিশ্বাস করা শুরু করে দিল। সে কি পরিপূর্ণভাবে অমুসলিম? না, কিয়ামত হবে না এই কথা সে সরাসরি বলছে না, সে বলছে, "আমি মনে করি না যে কিয়ামত হবে। আর যদি আমাকে আমার রবের কাছে ফিরিয়ে নেয়াই হয়, তাহলেও আমি অবশ্যই (এই বাগানের) পরিবর্তে আরো উৎকৃষ্ট স্থান পাব"। উক্ত ব্যক্তির কিয়ামত হবে না - কথাটির ব্যাখ্যা তার পরবর্তী কথাগুলোতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তার বিশ্বাস হচ্ছে সন্দেহযুক্ত বিশ্বাস। কিয়ামত হবে এই ব্যাপারে সে নিশ্চিত নয়, তাই সে বলছেঃ যদি তাকে তার রবের কাছে ফিরিয়ে নেয়াই হয় তাহলে তাকে তার রব পৃথিবীতে যা দিয়েছিলেন তার চেয়ে আরও উত্তম জিনিস দিবেন। এই কথাগুলো আসলে অহংকার থেকেই এসেছে।

এখান থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে, সন্দেহযুক্ত বিশ্বাস যাদের থাকে তারাই অন্যদের সাথে সম্পদ এবং জনবল (ক্ষমতা) অর্জনের প্রতিযোগিতা করে। আপনার চারিদিকে তাকিয়ে দেখুন, শিরকবিহীন, গনতন্ত্রবিহীন ইসলাম প্রচার করার কথা বললে যখন সম্পদ, চাকরী, ব্যবসা, মাদ্রাসার প্রিন্সিপালের চাকরী হারানোর ঝুঁকি আসে, তখন সবাই পিছিয়ে যায়।

আমাদের সমাজের আলেম, ইমাম, মুফতি, মুহাদ্দিসদের ঈমান হচ্ছে সন্দেহযুক্ত ঈমান তাই তারা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচন করে এমপি হয়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠার কথা বলে। আসল কথা

হচ্ছে তারা এমপি হয়ে টাকা এবং ক্ষমতা অর্জন করতে চায়। গনতন্ত্রবিহীন, পীরতন্ত্রবিহীন ইসলাম প্রচার করলে, আল্লাহ ছাড়া কাউকে আইনদাতা মানলে শিরক হয় – এই কথা প্রচার করলে যে বিপদ আসবে তা গ্রহন করার মত ঈমান এই সব আলেমদের নেই, তাই তারা সত্য গোপন করে বলে যে ইসলামে গনতন্ত্র আছে!!! আর এই কথা বলে তারা মূলত এমপি হয়ে সম্পদ এবং ক্ষমতা অর্জনে লিপ্ত হয়। কিয়ামত দিবসের প্রতি যার নিশ্চিত বিশ্বাস আছে সেই কেবল পারবে গনতন্ত্র শিরক এই কথা প্রচার করতে, সেই পারবে - 'আল্লাহ ছাড়া কোন আইনদাতা নেই' – এই কথা প্রচার করতে। মুহাম্মাদ সাঃ এর প্রচার করা ইসলাম যে ইসলাম ছিল গনতন্ত্রমুক্ত, পীরতন্ত্রমুক্ত সেই ইসলাম প্রচারের ফলে যে বিপদ আসবে তা কেবল সেই মুসলিমই গ্রহন করতে পারবে যার কিয়ামত দিবসে নিশ্চিত বিশ্বাস আছে। ইসলামে গণতন্ত্র আছে - এই বিশ্বাস নিয়ে যেই মরবে সেই চিরদিন জাহান্নামে থাকবে - এই ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। মুহাম্মাদ সাঃ এর দেখানো দাওয়াত এবং জিহাদের রাস্তা ছাড়া অন্য যে কোন উপায়ে যে কেউ ইসলাম প্রতিষ্ঠার কাজ করবে তা তার থেকে কখনো গ্রহন করা হবে না কারণ মুহাম্মাদ (সাঃ) এর পথ থেকে সে বিচ্যুত হয়ে গেছে। গণতান্ত্রিক উপায়ে নির্বাচন করে ইসলাম প্রতিষ্ঠা কি মুহাম্মাদ সাঃ এর দেখানো পথ?

এখন "আলেমরা" বলবেন যে, আবু বকর (রাঃ) কে সাহাবীরা ভোট দিয়ে খলিফা নির্বাচিত করেছিলেন।

এরা এটাও বুঝে না যে, আবু বকর (রাঃ) কে যে ভূখণ্ডের জন্য খলিফা নির্বাচিত করা হয়েছিল সেখানে আগে থেকেই ইসলাম প্রতিষ্ঠিত ছিল। আবু বকর (রাঃ) নতুন করে মক্কা-মদিনায় ইসলাম প্রতিষ্ঠা করেন নি বরং তিনি এমন একটি ভূখণ্ডের খলিফা হিসেবে নিযুক্ত হয়েছিলেন যেখানে পূর্ব থেকেই ইসলাম প্রতিষ্ঠিত ছিল।

যে ভূখণ্ডে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত নেই সেখানে ভোট দিয়ে আল্লাহ এর রসূল সাঃ এবং উনার সাহাবীরা ইসলাম প্রতিষ্ঠা করেন নি। যে ভূখণ্ডে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত নেই সেখানে আল্লাহ এর রসূল সাঃ এবং উনার সাহাবীরা দাওয়াতের মাধ্যমে অথবা জিহাদের মাধ্যমে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বাংলা অঞ্চলে এখন ইসলাম প্রতিষ্ঠিত নেই – এখন এই অঞ্চলে ভোটের মাধ্যমে

ইসলাম প্রতিষ্ঠার কাজ করলে তা কখনো আল্লাহ গ্রহন করবেন না কারণ এটা মুহাম্মাদ সাঃ এবং উনার সাহাবীদের কর্মপন্থা নয়।

এই সকল আলেম, ওলামা নামের কলঙ্ক মুসলিমদের ভুল পথে নিয়ে যাচ্ছে; তারা আবার দাবী করে যে, তারা মারা গেলে দুনিয়াতে তারা যা পেয়েছিল তার চেয়ে অনেক উত্তম জিনিস আল্লাহ তাদের দিবেন কারণ তারা আলেম এবং এই কারণে তারা নবীর ওয়ারিশ! সূরা কাহফে উল্লেখিত উক্ত অবিশ্বাসী ব্যক্তির কথার সাথে এদের কথার মিল পাচ্ছেন? আল্লাহ এদেরকে এখনো আলেম হিসেবে স্বীকৃতি দেননি কিন্তু এরা নিজেরা নিজেদের আলেম দাবী করে নিজেদেরকে নবীর ওয়ারিশ পর্যন্ত বানিয়ে ফেলেছে।

এই সকল লোকেরা কখনো আলেম নয়, সুতরাং এদের নবীর ওয়ারিশ হবার প্রশ্নই আসে না। বর্তমান জমানায় আলেম হচ্ছেন তারা যাদেরকে আল্লাহ সেই দু'টি জ্ঞানই দিয়েছেন যা তিনি মুসা এবং খিজিরকে দিয়েছিলেন। এরা ইসলাম প্রচার করে মুসার মাছের মত হারিয়ে যায়, সুড়ঙ্গ দিয়ে পালিয়ে যায়। সমাজ এদেরকে মৌলবাদী বলে আর বর্তমান সমাজের 'আলেম' নামের জালেমরা এদেরকে গোমরাহ বলে ফতোয়া দেয় তাই এরা নিজেদের পরিচয় গোপন রাখে। খিজিরের জ্ঞান যে আল্লাহ এর রসূলের (সাঃ) উম্মতের মধ্যে কিছু লোককে দেয়া হবে - তার ইঙ্গিত নিম্নের হাদিসে দেয়া আছে।

জাফর বিন মুহাম্মদ বলেন, তার বাবা বলেছেন যে, কুরাইশদের এক ব্যক্তি তার বাবা আলী বিন হুসাইন [\*] কে দেখতে এসেছিলেন এবং তাকে আল্লাহর রাসূল সম্পর্কে কিছু বলার পরামর্শ দিয়েছিলেন। আলী সম্মত হন যে তিনি আবুল কাসিম (সাঃ) সম্পর্কে কিছু বলতে চান, তাই তিনি বলেন:

"যখন আল্লাহর রাসূল অসুস্থ হয়ে পড়েন, তখন জিব্রাইল তাঁর কাছে এসে বলেন, "আল্লাহ আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন, মুহাম্মদ, আপনার প্রতি বিশেষভাবে সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে এবং আপনাকে এমন কিছু সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে যা তিনি আপনার চেয়ে

ভালো জানেন, অর্থাৎ আপনি কেমন আছেন।" তিনি উত্তর দেন, "আমি নিজেকে, জিব্রাইল, চিন্তিত দেখতে পাই, এবং আমি নিজেকে, জিব্রাইল, যত্নে পরিপূর্ণ দেখতে পাই।" তারপর তিনি পরের দিন তাঁর কাছে এসে তাঁকে সেই (একই) কথা বলেন এবং নবী তাকে আগের দিন যা বলেছিলেন একই উত্তর দেন। তিনি (জিব্রাইল) তৃতীয় দিন আবার এসে প্রথম দিন যা বলেছিলেন একই কথা বলেন এবং তিনি তাকে একই উত্তর দেন। তার (জিব্রাইলের) সাথে ইসমাইল নামক একজন ফেরেশতা এসেছিলেন যিনি এক লক্ষ ফেরেশতার কমান্ডার ছিলেন, যাদের প্রত্যেকের কমান্ডার ছিলেন একশ'। জাফর আস-সাদিক তার পিতা মুহাম্মদ আল বাকিরকে উদ্ধৃত করেছেন, যিনি তার পিতা 'আলী জয়ন আল-আবেদীন' সম্পর্কে বর্ণনা করেছেনঃ হাজার হাজার ফেরেশতা। তিনি (ইসমাইল) প্রবেশের অনুমতি চেয়েছিলেন, এবং নবী যখন তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন তখন জিব্রাইল উত্তর দিয়েছিলেন, "এটি মৃত্যুর ফেরেশতা যিনি আপনার কাছে আসার অনুমতি চাইছেন, এমন (অনুমতি চাওয়ার) কাজ যা তিনি আপনার আগে কখনও কোনও মানুষের সাথে করেননি এবং আপনার পরে কখনও কোনও মানুষের সাথে করবেন না।" তিনি (সাঃ) তাকে ভেতরে আসতে বললেন, এবং যখন তা সম্পন্ন হল, তখন তিনি (ফেরেশতা ইসমাইল) তাকে সালাম করলেন এবং বললেন, "আল্লাহ আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন, মুহাম্মদ, এবং আপনি যদি আমাকে আপনার রুহ গ্রহণ করতে আদেশ করেন তবে আমি তা করব, কিন্তু আপনি যদি আমাকে তা একা ছেড়ে দিতে আদেশ করেন তবে আমি তা করব।" তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "মৃত্যুর ফেরেশতা, তুমি কি তা করবে?" এবং তিনি (ইসমাইল ফেরেশতা) উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ, আমাকে এটাই আদেশ করা হয়েছে, এবং আমাকে আপনার আনুগত্য করার আদেশ দেওয়া হয়েছে।" আল্লাহর দূত (সাঃ) তখন জিব্রাইলের দিকে তাকালেন এবং জিব্রাইল বললেন, "আল্লাহ আপনার সাথে দেখা করতে আগ্রহী, মুহাম্মদ," তাই নবী মৃত্যুর ফেরেশতাকে বললেন, "তোমাকে যা আদেশ করা হয়েছে তা করে যাও," এবং তিনি তার রুহ গ্রহণ করলেন। যখন আল্লাহর রাসূল ইন্তেকাল করলেন এবং সমবেদনা আসল, তখন তারা ঘরের কোণ থেকে একটি আওয়াজ শুনতে পেলেন, "পরিবারের সদস্যরা, তোমাদের উপর শান্তি, আল্লাহর রহমত এবং আশীর্বাদ বর্ষিত হোক। আল্লাহর কাছে প্রতিটি বিপদের জন্য সান্ত্বনা, মৃত্যুপ্রাপ্ত প্রত্যেকের জন্য একজন উত্তরসূরী

এবং যা কিছু চলে যায় তার জন্য প্রতিদান রয়েছে, তাই আল্লাহর সাহায্যে নিজেদের রক্ষা করো এবং তাঁর উপর আশা রাখো কারণ যে (আক্রান্ত হয়ে) প্রভাবিত হয় সে ব্যক্তিই পুরস্কার থেকে বঞ্চিত হয়।" আলী তখন জিজ্ঞাসা করলেন যে তারা কি জানেন যে তিনি কে এবং বললেন যে তিনি আল খিজির। \*জাফর আস সাদিক তার পিতা মুহাম্মদ আল বাকিরকে উদ্ধৃত করেছেন, যিনি তার পিতা আলী জয়ন আল আবিদিন সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। (বায়হাকী এটি দালাইল আন-নুবুওয়া; মিশকাত আল-মাসাবিহ ৫৯৭২-এ বর্ণনা করেছেন)

মুহাম্মাদ (সাঃ) জীবিত থাকতে খিজিরের সাথে মুহাম্মাদ (সাঃ) বা কোন সাহাবীর দেখা হয়েছিল বা কথা হয়েছিল এমন কোন হাদিস আমার জানামতে নেই। মুহাম্মাদ (সাঃ) এর মৃত্যুর পর আল্লাহ খিজিরকে কেন পাঠালেন উনার জ্ঞানের (উপদেশ বানী) কথা মুহাম্মাদ (সাঃ) এর উম্মতকে জানানোর জন্য? খিজির কি বলেছিলেন? তিনি বলেছিলেন:

"পরিবারের সদস্যরা, তোমাদের উপর শান্তি, আল্লাহর রহমত এবং আশীর্বাদ বর্ষিত হোক। আল্লাহর কাছে প্রতিটি বিপদের জন্য সাঙ্কনা, মৃত্যুপ্রাপ্ত প্রত্যেকের জন্য একজন উত্তরসূরী এবং যা কিছু চলে যায় তার জন্য প্রতিদান রয়েছে, তাই আল্লাহর সাহায্যে নিজেদের রক্ষা করো এবং তাঁর উপর আশা রাখো কারণ যে (আক্রান্ত হয়ে) প্রভাবিত হয় সে ব্যক্তিই পুরস্কার থেকে বঞ্চিত হয়।" --- এখানে খিজির তার জ্ঞান পুনরায় আল্লাহ এর বান্দাদের জানালেন। একবার খিজির তার জ্ঞানের কথা মুসাকে জানিয়েছিলেন যা আল্লাহ আমাদের কোরআনে জানিয়েছেন। এখন খিজির আরেকবার মুহাম্মাদ সাঃ এর উম্মতের কাছে এসেছিলেন তাদেরকে জ্ঞান দিতে কিন্তু এবার খিজির সশরীরে আসেন নি। শুধু তার কথা শোনা গেছে। তাহলে, খিজিরের জ্ঞান আল্লাহ মুহাম্মাদ (সাঃ) এর উম্মতের মধ্যে তাদেরকেই দিয়েছেন যাদের কথা শোনা যায়, যাদের প্রচার করা ইসলামের দাওয়াত পাওয়া যায় কিন্তু তাদেরকে চেনা যায় না, দেখা যায় না, তাদের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায় না কারণ তারা যে নিজেদের লুকিয়ে শুধু শিরকবিহীন ইসলাম প্রচার করে।

খিজিরকে আল্লাহ যেই জ্ঞান দিয়েছেন সেই জ্ঞান আল্লাহ কেন আবার মুহাম্মাদ সাঃ এর উম্মতের মধ্য থেকে কিছু লোককে দিলেন? আমার মতে, এই প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে অন্য কোন নবীর উম্মতকে দাডজালের মুকাবিলা করতে হয়নি কিন্তু মুহাম্মাদ (সাঃ) এর উম্মতকে



দাজ্জালের মুকাবিলা করতে হবে এবং বর্তমানে আমাদেরকে দাজ্জালের মুকাবিলা করতে হচ্ছে। দাজ্জালের বিষয়টাই হচ্ছে দাজ্জাল ইসলামের সাথে শিরক, কুফর মিশিয়ে সেই বিকৃত ইসলামকে মুহাম্মাদ সাঃ এর ইসলাম বলে প্রচার করবে এবং প্রতিষ্ঠিত করবে সুতরাং দাজ্জালের ধোঁকা থেকে বাচতে হলে শুধু মুসার কাছে যেই জ্ঞান ছিল সেই জ্ঞানে কাজ হবে না; মুসার কাছে থাকা জ্ঞানের সাথে সাথে খিজিরকে আল্লাহ যেই জ্ঞান দিয়েছিলেন সেই জ্ঞানও লাগবে।

মুহাম্মাদ (সাঃ) বলেছেন যে, "আমি নবীদের শেষ নবী, এবং তোমরা সকল জাতির শেষ জাতি। সে (দাজ্জাল) নিঃসন্দেহে তোমাদের মধ্যে আবির্ভূত হবে। যদি সে আমার উপস্থিতিতে আবির্ভূত হয়, তবে আমি তোমাদের মধ্যে থাকাকালীন প্রতিটি মুসলিমের পক্ষ থেকে তার বিরুদ্ধে লড়াই/ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব, এবং যদি সে আমার অনুপস্থিতিতে আবির্ভূত হয়, তবে প্রতিটি মানুষকে নিজের প্রতিরক্ষা/ আত্মরক্ষা করতে হবে এবং আল্লাহ আমার অবর্তমানে প্রতিটি মুসলিমের দায়িত্ব নেবেন।" (সুনান ইবনে মাজাহ ৪০৭৭)

দাজ্জাল প্রথমবার আবির্ভূত হয়ে গেছে ১৪৫৩-১৪৫৪ সালের মধ্যে। দাজ্জাল দ্বিতীয়বারও আবির্ভূত হয়ে গেছে। দাজ্জাল এখন তার পূর্ণ শক্তিতে পৃথিবীতে বিচরণ করছে। মুহাম্মাদ সাঃ আমাদের মাঝে নেই। সুতরাং আমার কলিজার টুকরা নবীর (সাঃ) অনুসারীদের দায়িত্ব আল্লাহ নিয়েছেন। আল্লাহ মুসা এবং খিজির উভয়কে যেই জ্ঞান দিয়েছিলেন সেই জ্ঞান দিয়েছেন মুহাম্মাদ সাঃ এর কিছু উম্মতকে।

তারা সেই জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে দাজ্জালের শিরক, কুফর (গণতন্ত্র, পীরতন্ত্র) মিশ্রিত বিকৃত ইসলামকে অস্বীকার করে মুহাম্মাদ সাঃ এর আনিত শিরকবিহীন, গণতন্ত্রমুক্ত, পীরতন্ত্রমুক্ত ইসলাম প্রচার করছে। এভাবে তারা দাজ্জালের বিরোধিতা করছে, দাজ্জালের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে, দাজ্জালের বিরুদ্ধে লড়াই করছে আর এই লড়াই হচ্ছে জ্ঞানের লড়াই। আল্লাহ মুসা এবং খিজিরকে যে দুই ধরনের জ্ঞান দিয়েছিলেন সেই দুই ধরনের জ্ঞান যদি এই সকল ছেলে, যুবক, লোকদের না দিতেন তাহলে তারাও দাজ্জালকে চিনতে পারত না। সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ এর জন্য। আল্লাহ আমাদের দায়িত্ব নিয়েছেন। আপনি যদি গণতন্ত্রমুক্ত, পীরতন্ত্রমুক্ত মুহাম্মাদ সাঃ এর প্রচার করা ইসলাম গ্রহণ করে থাকেন এবং সেই ইসলাম প্রচার

ও প্রতিষ্ঠায় কাজ করে থাকেন তাহলে আল্লাহকে সিজদাহ করুন, একমাত্র আল্লাহ এর প্রশংসা করুন কারণ আল্লাহ আপনাকে সেই দুই ধরনের জ্ঞান-ই দিয়েছেন যা আল্লাহ মুসা এবং খিজিরকে দিয়েছিলেন।

হাদিসে আছে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন: 'আল্লাহ মুসার উপর রহম করুন! আমাদের ইচ্ছা যে, তিনি (মুসা) যদি ধৈর্য ধরতেন, তাহলে, আমরা তাদের দুজনের সম্পর্কে আরও জানতে পারতাম।' (জামে' আত-তিরমিযী ৩১৪৯)

আমার মনে হয় না - আল্লাহ মুহাম্মাদ সাঃ এর কোন ইচ্ছা অপূর্ণ রাখবেন। আল্লাহ তো মুহাম্মাদ (সাঃ) কে মুসা এবং খিজির সম্পর্কে জানিয়েছেনই। এবং মুহাম্মাদ (সাঃ) এর উম্মতের জন্য - আল্লাহ আমাদেরকে সেই দুই ধরনের জ্ঞানই দিয়েছেন যা আল্লাহ মুসা এবং খিজিরকে দিয়েছিলেন।

**এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে,** আল্লাহ মুসা ও খিজিরকে যে দুই ধরনের জ্ঞান দিয়েছিলেন বর্তমান জমানার সঠিক পথপ্রাপ্ত মুসলিমদের আল্লাহ সেই দুই ধরনের জ্ঞান দিলেও তা মুসা ও খিজিরকে দেয়া জ্ঞানের তুলনায় পরিমাণে কম। আমাদেরকে আল্লাহ মুসাকে দেয়া কিতাবের জ্ঞানের কিছু জ্ঞান দিয়েছেন অর্থাৎ কিতাবের জ্ঞান আমাদের থাকলেও তা মুসা সাঃ এর কিতাবের জ্ঞানের তুলনায় অনেক কম। আবার খিজিরকে আল্লাহ যেই জ্ঞান দিয়েছিলেন সেই জ্ঞান আমাদেরকে দিলেও তা খিজিরকে দেয়া জ্ঞানের তুলনায় অনেক কম। উক্ত জ্ঞান খিজিরের যা ছিল তার তুলনায় আমাদের কাছে অনেক কম পরিমাণই আছে। আমাদেরকে\* উভয় ধরনের জ্ঞান এততুকু পরিমাণে দেয়া হয়েছে যাতে আমরা কোরআন হাদিস সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করে শিরক, কুফর চিনতে পারি এবং মুহাম্মাদ সাঃ এর ইসলাম অনুসরণ করতে পারি। খিজির যে সকল কাজ - যেভাবে করেছেন - সেভাবে আমরা কোন কাজ করতে পারব না কারণ ঐ জ্ঞান আমাদেরকে অত বেশী পরিমাণে দেয়া হয়নি।

\* "আমাদেরকে" বলতে আমি শুধু মুহাম্মাদ সাঃ এর সেই সকল অনুসারীদের বুঝাচ্ছি যারা ইসলামিক গনতন্ত্র, পিরতন্ত্রকে অস্বীকার করে। যারা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ইসলাম প্রতিষ্ঠার

কাজকে অস্বীকার করে এবং উক্ত কাজকে শিরক বলে বিশ্বাস করে। আমার বইগুলো অনেক আলেমরা পড়েছেন এবং পড়ছেন। আল্লাহ চাইলে, এই বইটিও পড়বেন। আপনাদের জন্য আমার একটি পরামর্শ আছে, আপনারা একটি নিয়ম করবেন, নিয়মটি হচ্ছে, প্রতিটি ওয়াজে প্রধান বক্তা যখন বক্তব্য দেয় তার আগে বলা হয়, "এখন বক্তব্য দিবেন আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন মুফাসসিরে কোরআন, চোখের খনি, নয়নের মনি, হাফেজ, মাওলানা, মুফতি, মুহাদ্দিস, বাংলাদেশ কাঁপানো হারুন ইয়হার বা মিজানুর রাহমান আজহারী"। এই ঘোষণা দেবার পর বলা হবে, উক্ত বক্তা এই ওয়াজে বক্তব্য দেবার জন্য ৫০ হাজার বা ১,৫০,০০০ (দেড় লাখ) টাকা নিয়েছেন পারিশ্রমিক (হাদিয়া) হিসেবে। তাহলে এবার সবাই ওয়াজ শুনুন অমুক আলেমের (মিজানুর রাহমান আযহারি, হারুন ইয়হার, মামুনুল হক, আহমদুল্লাহ, আবু তোহা আদনান ইত্যাদির)। উক্ত বক্তার বক্তব্য শেষের পর আবার ঘোষণা দেয়া হবে, দেড় লাখ টাকার বিনিময়ে অমুক বক্তার ৯০ মিনিটের বক্তব্য আপনাদের কেমন লাগল? "আলেম সমাজ"-লজ্জা পাচ্ছেন? অপমান? অপমানের কিছু নাই। সত্যি কথা ঘোষণা দিলে অপমানের কি আছে?

এখন "আলেম সমাজ" বলবে যে, আমরা তো টাকা নেই - সেই টাকা মাদ্রাসায় কাজে লাগাবো বলে। তারপর সেই সকল মাদ্রাসা থেকে আবার এই রকম ভণ্ড বের হবে। মাদ্রাসার নামে টাকা তুলে নিজে খেলে ধরা পড়ার সম্ভাবনা নেই কারণ গলায় টাইটেল ঝুলিয়ে নিয়েছে যে, "আমি আলেম - নবীর ওয়ারিশ"। মাদ্রাসায় কত নাবালক ছেলে যে বলৎকারের শিকার হয় তার তো কোন হিসাব-ই নেই। আজ পর্যন্ত একটি বলৎকারের বিচার কি হয়েছে? ধরা পড়লে বলা হয়, "আলেম মানুষ - শয়তানের ধোঁকায় করে ফেলেছে, থাক, কাউকে জানাজানি করার দরকার নাই। আরে ঐ ছেলে তো কাজের বেটীর ছেলে, ওকে বলৎকার করেছে - তো কি হয়েছে, ওরা কি করবে, বাপ নাই, গরীব, ফকিনি। চুপচাপ থাকো, আলেম সমাজের দুর্নাম হবে, এই ঘটনা যেন মাদ্রাসার বাহিরে না যায় "।

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত:

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, “যখন সততা হারিয়ে যাবে, তখন কিয়ামতের অপেক্ষা করো।”  
জিজ্ঞাসা করা হল, “হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ), সততা কীভাবে হারিয়ে যাবে?” তিনি বললেন,  
“যখন ক্ষমতা/ দায়িত্ব তাদের হাতে ন্যস্ত করা হবে যারা এর যোগ্য নয়, তখন কিয়ামতের  
অপেক্ষা করো।”(সহীহ আল-বুখারী ৬৪৯৬)

বর্তমানে, সমাজের মানুষ যাদেরকে আলেম বলে মানে, যারা নিজেদের আলেম বলে দাবি করে  
এবং ইসলাম সম্পর্কে সকল মতামত, ফতোয়া দেবার দাবি করে তাদের সাথে উপরে উল্লেখিত  
হাদিসটি পরিপূর্ণভাবে মিলে যায়। যারা আলেম নয় তাদেরকে আলেম বলা হচ্ছে, যারা প্রকাশ্য  
শিরকে লিপ্ত তাদেরকে আলেম, মুফতি, মুহাদ্দিস বলা হচ্ছে। ইসলামী দলের নামে গনতান্ত্রিক  
ইসলাম, পীরতান্ত্রিক ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। সুতরাং, আমাদের এখন কিয়ামতের জন্য  
অপেক্ষা করতে হবে।

### তারা কেন পরিচয় গোপন করে?

এখন প্রশ্ন আসবে, এই ধরনের লোকেরা লুকিয়ে থাকে কেন? কেন তারা নিজেদের পরিচয়  
গোপন করে রাখে? কারণ আল্লাহ তাদেরকে সেটা করতেই আদেশ করেছেন।

“তুমি কি চিন্তা করে দেখেছ যে, গুহা ও রকিমের লোকেরা ছিল আমার প্রমাণসমূহের মধ্যে  
বিস্ময়কর?” (৯) যুবকরা যখন গুহাকে নিজেদের বাসস্থান বানাল তখন তারা বলল, ‘হে  
আমাদের প্রতিপালক! তুমি তোমার পক্ষ হতে আমাদেরকে রহমত দান কর আর আমাদের  
ব্যাপার আমাদের জন্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন কর।’ (১০) অতঃপর আমি তাদেরকে গুহায় ঘুমন্ত  
অবস্থায় কয়েক বছর রেখে দিলাম। (সূরা কাহফ ৯-১০)

সূরা কাহফের ১১ নাম্বার আয়াতের অর্থ অনেকভাবে করা যায় যা বিভিন্ন অনুবাদক বিভিন্নভাবে  
করেছেন। যেহেতু আমরা সূরা কাহফকে বর্তমান জমানার নিরিখে বুঝতে চেষ্টা করব তাই  
সকল অর্থের দিকে মনোযোগ দিতে হবে।

তাই, আমি বহু বছরের জন্য তাদের ঘুম পাড়িয়ে দিলাম। (সূরা কাহফঃ ১১)

তখন, আমি বহু বছরের জন্য তাদের শোনার ক্ষমতার উপর পর্দা দিয়ে দিলাম। (সূরা কাহফঃ ১১)

তখন আমি বহু বছরের জন্য তাদের শোনার শক্তি বন্ধ করে দিলাম। (সূরা কাহফঃ ১১)

পরে তাদেরকে জাগ্রত করলাম এটা জানার জন্য যে, দু'টি দলের মধ্যে কোনটি তাদের অবস্থানকালের সঠিক হিসাব করতে পারে। (১২)

আমি তাদের সঠিক বৃত্তান্ত তোমার কাছে বর্ণনা করছি। তারা ছিল কয়েকজন যুবক, তারা তাদের প্রতিপালকের উপর ঈমান এনেছিল আর আমি তাদের হিদায়াত (ঈমানী চেতনাকে) বৃদ্ধি করে দিয়েছিলাম। (১৩)

এবং আমি তাদের অন্তর শক্তিশালী করে দিয়েছিলাম যখন তারা দণ্ডায়মান হয়ে গেলো এবং ঘোষণা করল, 'আমাদের রব হচ্ছেন আসমানসমূহ যমীনের রব। আমরা কখনো তাকে বাদ দিয়ে অন্য কোন ইলাহকে (আইনদাতাকে) ডাকব না। অন্যথায় আমরা সত্যিকার অর্থেই ভয়াবহ মিথ্যা উচ্চারণ করব। (১৪)

আমাদের জাতির লোকেরা তাকে বাদ দিয়ে অন্য অনেক ইলাহ (আইনদাতা) গ্রহণ করেছে। তারা তাদের (আইনদাতাদের) সম্পর্কে (রব হবার ব্যাপারে) পরিষ্কার প্রমাণ আনে না কেন? যে ব্যক্তি আল্লাহ এর ব্যাপারে মিথ্যাকে সুসজ্জিত করে তার চেয়ে বড় ভুল আর কে করতে পারে? (১৫)

যেহেতু তোমরা তাদের থেকে নিজেদেরকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছ এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে তারা যাদেরকে আইনদাতা মানে তাদের থেকেও নিজেদেরকে আলাদা করে নিয়েছ, গুহায় বাসস্থান বানিয়েছ। তোমাদের রব তোমাদের প্রতি তার দয়া বৃদ্ধি করবেন এবং তোমাদের জন্য তোমাদের ভয়াবহ পরিস্থিতিতে বালিশ স্থাপন করে দিবেন। (১৬) তুমি দেখতে পেতে সূর্য উদয়ের সময় তা তাদের গুহা হতে ডান দিকে সরে যেত, আর যখন তা অস্তমিত হত তখন তা তাদের থেকে বাম দিকে সরে যেত, আর তারা ছিল গুহার অভ্যন্তরে খোলা জায়গায়। এ হচ্ছে আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্যতম। আল্লাহ যাকে সঠিক পথ দেখান সে সঠিক পথপ্রাপ্ত হয়

আর যাকে তিনি পথভ্রষ্ট হবার জন্য ছেড়ে দেন তাকে সঠিক পথ দেখাবার মত দক্ষ কোন পথ প্রদর্শক খুঁজে পাবে না তুমি। (১৭) এবং তুমি মনে করতে তারা জাগ্রত, কিন্তু তারা ছিল নিদ্রিত; আমি তাদেরকে পার্শ্ব পরিবর্তন করাতাম ডানে ও বামে এবং গুহার মুখে তাদের কুকুর (বসা ) ছিল সম্মুখের পা দু'টি প্রসারিত করে ; তুমি যদি তাদের দেখতে, নিশ্চিতভাবেই তুমি ভয় পেয়ে তাদের থেকে পালিয়ে যেতে। (১৮) আর এভাবেই আমরা তাদেরকে জাগিয়ে দিলাম যাতে তারা পরস্পরের মধ্যে জিজ্ঞাসাবাদ করে । তাদের একজন বলল, 'তোমরা কত সময় অবস্থান করেছ? কেউ কেউ বলল, 'আমরা অবস্থান করেছি এক দিন বা এক দিনের কিছু অংশ।' অপর কেউ কেউ বলল, 'তোমরা কত সময় অবস্থান করেছ তা তোমাদের রবই ভালো জানেন । সুতরাং তোমরা তোমাদের একজনকে তোমাদের এ মুদ্রাসহ বাজারে পাঠাও। সে যেন দেখে কোন খাদ্য উত্তম, তারপর তা থেকে যেন কিছু খাদ্য নিয়ে আসে তোমাদের জন্য । আর সে যেন বিচক্ষণতার সাথে কাজ করে। আর কিছুতেই যেন তোমাদের সম্বন্ধে কাউকেও কিছু জানতে না দেয়। (১৯) যদি তারা তোমাদের কথা জেনে ফেলে তাহলে তারা তোমাদেরকে পাথর মেরে হত্যা করবে কিংবা তোমাদেরকে তাদের (ধর্মীয়) আচার - অনুষ্ঠানে ফিরিয়ে নিবে, সে অবস্থায় তোমরা কখনো সাফল্য লাভ করতে পারবে না।' (২০) আমি এভাবে তাদের ব্যাপারটা লোকেদেরকে জানিয়ে দিলাম যাতে তারা জানতে পারে যে, আল্লাহর ওয়া'দা সত্য, আর ক্রিয়ামাতের দিন সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। যখন তারা (অর্থাৎ নগরবাসীরা) নিজেদের কর্তব্য সম্পর্কে নিজেদের মধ্যে বাদানুবাদ করছিল, (কতক) বলল, 'তাদের উপর সৌধ নির্মাণ কর।' তাদের রব তাদের সম্পর্কে ভাল জানেন। তাদের কর্তব্যকর্ম সম্পর্কে যাদের মতামত প্রাধান্য লাভ করল তারা বলল, 'আমরা অবশ্যই তাদের উপর একটি মসজিদ নির্মাণ করব।' (২১) কতক লোক বলবে, 'তারা ছিল তিনজন, তাদের চতুর্থটি ছিল তাদের কুকুর।' আর কতক লোক বলবে, 'তারা ছিল পাঁচ জন, তাদের ষষ্ঠটি ছিল তাদের কুকুর', (এ কথা তারা বলবে) অজানা বিষয়ে সন্দেহপূর্ণ অনুমান। আবার তাদের কতক লোক বলবে, 'তারা ছিল সাতজন, আর তাদের অষ্টমটি ছিল তাদের কুকুর।' বল, 'তাদের সংখ্যা সম্পর্কে আমার প্রতিপালকই বেশি জানেন।' অল্প কয়জন ছাড়া তাদের সংখ্যা সম্পর্কে কেউ জানে না। সুতরাং নিশ্চিত জ্ঞান ছাড়া তাদের ব্যাপার নিয়ে বিতর্ক করো না, আর তাদের সম্পর্কে কারো কাছে কিছু জিজ্ঞেসও

করো না। (২২) এবং কখনো এই কথা বল না যে, আমি আগামীকাল এই কাজটি করব। (২৩) 'আল্লাহ ইচ্ছে করলে' বলা ছাড়া। যদি ভুলে যাও তাহলে তোমার প্রতিপালককে স্মরণ কর আর বল, 'আমি বিশ্বাস করি, আমার প্রতিপালক আমাকে এর চেয়েও সঠিক পথে পরিচালিত করবেন। (২৪) তারা তাদের গুহায় ছিল তিন শ' বছর, আরও নয় বছর। (২৫) বল, 'আল্লাহই জানেন তারা কতকাল ছিল।' (সূরা কাহফঃ ৯-২৫)

দাজ্জালের বাহিনী (পুলিশ, র‍্যাব, ডিবি, সিটিটিসি, ডিজিএফআই) এই জমানায় যারা গনতন্ত্রবিহীন, পীরতন্ত্রমুক্ত, শিরকমুক্ত ইসলাম প্রচার করে তাদের খুঁজে ধরতে পারলে এই সকল ছেলে, যুবক বা লোকদের গুহার মত জেলে নিয়ে আটকে রাখে যা ঠিক গুহার মতই - তিন দিক থেকে বন্ধ শুধু একদিকে খোলা কিন্তু সেই দিকটি আবার লোহার শিক দিয়ে ঘেরা তাই সেদিক দিয়ে শুধু বাতাস আসতে পারে। সূরা কাহফে বর্ণিত গুহার সাথে এই গুহাকে মিলিয়ে নিন। সূরা কাহফে বর্ণিত গুহাবাসীদের আল্লাহ ঘুম পাড়িয়ে রেখেছিলেন; যখন তারা ঘুম থেকে জেগে উঠে তখন তারা বুঝতে পারে না যে, তারা কতদিন সেখানে ছিল। ঠিক একই ঘটনা ঘটে যখন কাউকে দাজ্জালের বাহিনী গুম করে রাখে। সে যখন গুহা (আয়নাঘর) থেকে বের হয় তখন সে বলতে পারে না যে, সে কতদিন ঐ গুহায় ছিল। আর ঘুমের বিষয় - এটা হচ্ছে দাজ্জালের বাহিনী যখন ঐ যুবকদের ধরে - তখন প্রথমেই তাকে পা উলটা করে ছাদের সাথে বেঁধে পিটিয়ে অজ্ঞান করে ফেলে। যখন জ্ঞান ফিরে আসে, তখন সে বলতে পারে না যে, সে কতদিন অজ্ঞান ছিল। ঐ জায়গায় আল্লাহ-ই তাদেরকে পার্শ্ব পরিবর্তন করান ডানে ও বামে কারণ যখন আপনার হাতে হ্যান্ডকাফ লাগিয়ে পা উলটা করে বেঁধে মোটা বড় লাঠি দিয়ে পিটানো হবে তখন আপনার কোন হুঁশ বোধ থাকবে না। আপনার শরীর শুধু ডানে বায়ে পার্শ্ব পরিবর্তন করতে পারবেন - এর চেয়ে বেশী নড়াচড়া করতে পারবেন না। একবার ডান দিকে, একবার বাম দিকে। তারপর লাঠির আঘাতে আপনি অজ্ঞান হয়ে যাবেন বা আপনার স্নায়ু বিকল হয়ে যাবে। এটা হচ্ছে আপনার জন্য ঘুম যা আল্লাহ এর পক্ষ হতে রহমত কারণ তখন আপনি আর কিছু অনুভব করতে পারছেন না। আল্লাহ সূরা কাহফে কি বর্ণনা করেছেন খেয়াল করুনঃ

".....।সুতরাং তোমরা তোমাদের একজনকে তোমাদের এ মুদ্রাসহ বাজারে পাঠাও। সে যেন দেখে কোন খাদ্য উত্তম, তারপর তা থেকে যেন কিছু খাদ্য নিয়ে আসে তোমাদের জন্য। আর সে যেন বিচক্ষণতার সাথে কাজ করে। আর কিছুতেই যেন তোমাদের সম্বন্ধে কাউকেও কিছু জানতে না দেয়। (১৯) যদি তারা তোমাদের কথা জেনে ফেলে তাহলে তারা তোমাদেরকে পাথর মেরে হত্যা করবে কিংবা তোমাদেরকে তাদের (ধর্মীয়) আচার – অনুষ্ঠানে ফিরিয়ে নিবে, সে অবস্থায় তোমরা কখনো সাফল্য লাভ করতে পারবে না।' (২০) (সূরা কাহফঃ ১৯-২০)

এই কথাগুলো গুহাবাসী যুবকদের একজন অন্যদের বলেছিল কিন্তু তারপরের ঘটনা হচ্ছে জনপদের (শহরের) লোকেরা যখন ঐ গুহাবাসীদের কথা জানতে পেরেছিল তখন তারা ঐ যুবকদের অত্যাচার করেনি। তাহলে আল্লাহ ঐ যুবকের সতর্ক-বার্তা কেন কোরআনে বর্ণনা করলেন? কাদের জন্য বর্ণনা করলেন? আল্লাহ তো ভবিষ্যৎ জানেন। এই সতর্কবার্তা হচ্ছে আমাদের জন্য। আমাদের প্রকৃত পরিচয় যদি জনপদের লোকেরা জানতে পারে, তারা যদি জানে যে, আমরা গনতন্ত্র মানি না, পীরতন্ত্র মানি না তাহলে তারা আমাদেরকে দাজ্জালের বাহিনীর হাতে তুলে দিবে অথবা দাজ্জালের বাহিনী আমাদের খুঁজে পেয়ে ফেলবে। তখন তারা আমাদের অত্যাচার করে তাদের গণতান্ত্রিক ইসলাম গ্রহন করতে বলবে অথবা পাথর (গুলি) নিক্ষেপে হত্যা করবে। তারা যদি আমাদের হত্যা করে ফেলে তাহলে আমরা তো আর ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করতে পারলাম না আবার নির্যাতনের শিকার হয়ে আমরা যদি তাদের গণতান্ত্রিক ইসলাম গ্রহন করি তাহলে তো আমরা কাফির হয়ে গেলাম। উভয় ক্ষেত্রেই আমরা সফল হতে পারব না। এই সতর্কবার্তাই আল্লাহ আমাদেরকে কোরআনের সূরা কাহফে দিয়েছেন।

সূরা কাহফে গুহাবাসীদের গল্প উল্লেখ করে আল্লাহ এই জমানার সঠিক পথপ্রাপ্ত দুই ধরনের মুসলিমদের-ই উপদেশ এবং দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। যারা সমাজ ছেড়ে পাহাড়ে গিয়ে থাকবে তাদের আল্লাহ কেমন সাহায্য করবেন এবং যারা সমাজে থেকে দাজ্জালের মুকাবিলা করবে তাদেরকে আল্লাহ কেমন সাহায্য করবেন তার বর্ণনা উক্ত গল্পে আছে। সেই সাথে সাথে দিক



নির্দেশনা যে, সমাজের লোকেরা (দাজ্জালের বাহিনী, দাজ্জালের অনুসারীরা) যেন তোমাদের প্রকৃত পরিচয় জানতে না পারে।

## ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি

গুহা ও রকিমের লোকেদের অর্থাৎ গুহাবাসীদের যে বর্ণনা আল্লাহ আমাদেরকে সূরা কাহফে দিয়েছেন তা কবেকার ঘটনা? অনেক তাফসির-কারকদের মতে উক্ত ঘটনাটি ইসা আঃ এর অনুসারীদের সময়কালের একটি ঘটনা। ড. মুস্তাফা খাত্তাবের, দি ক্লিয়ার কোরআন, (Dr. Mustafa Khattab, The Clear Quran) দেয়া তথ্য মতে, আর-রাকিম হল সেই ফলক যা গুহার প্রবেশপথে স্থাপন করা হয়েছিল, যেখানে গুহার অধিবাসীদের নাম এবং কাহিনী লেখা ছিল। এটি ২৫০ সালের দিকে, রোমান সম্রাট ডেসিয়াসের রাজত্বকালে, গ্রীক পৌত্তলিক রাজা ডেসিয়াস এবং তার বাহিনী এবং পৈত্তলিকদের হাতে নির্যাতন থেকে বাঁচতে ইফিসাস শহরের বাইরে একটি গুহার ভেতরে লুকিয়ে থাকা ইসা আঃ এর অনুসারী (খ্রিস্টান) যুবকদের একটি ছোট দলের কাহিনী। (Great Prosecution of Christians (৩০৩-৩১১ সাল) এর বিষয়ে "মুক্তিপ্রাপ্ত ইয়াজুজ মাজুজ এবং আবির্ভূত দাজ্জাল" বইয়ে আলোচনা করা হয়েছে। জুলকারনাইন (সম্রাট কনস্টানটাইন) ৩১৩ সালে প্রকাশ্যে ইসা আঃ এর অনুসারী হবার ঘোষণা দেন এবং ইসা আঃ এর অনুসারীদের (খ্রিস্টানদের) উপর গ্রীক/ রোমান পৈত্তলিকদের নির্যাতন বন্ধ করেন।)

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন:

তোমরা ইঞ্চি ইঞ্চি করে এবং ধাপে ধাপে তোমাদের পূর্ববর্তীদের মতো একই পথে চলবে। এমনকি যদি তারা টিকটিকির গর্তে প্রবেশ করত, তাহলে তোমরাও তাদের অনুসরণ করতে। আমরা বললাম: হে আল্লাহর রাসূল, আপনার কথার অর্থ কি - ইহুদি ও খ্রিস্টানদের? তিনি বললেন: (ওই দুই ধর্মীয় দল ছাড়া) আর কে? (সহীহ মুসলিম ২৬৬৯ক)।

আমরা জানি, ইসা আঃ এর অনুসারীদের আলেমরা /পুরোহিতরা কি করেছিল। ৩২৫ সালে কাউন্সিল অফ নাইসিয়া তে (Council of Nicea,325CE) যখন সম্রাট কনস্টানটাইন খ্রিস্টানদের মধ্যে বিভেদ ও মত পার্থক্য দূর করতে বিখ্যাত ও প্রভাবশালী সকল খ্রিস্টান আলেম / পুরোহিতদের ডেকেছিলেন তখন ভোটের মাধ্যমে এই সকল আলেম/ পুরোহিতরা ইসা আঃ আল্লাহ এর পুত্র এবং ট্রিনিটির পক্ষে রায় দিয়ে দিল এবং ইসা আঃ এর অনুসারী সমাজের মধ্যে এই মিথ্যা শিরককে প্রতিষ্ঠা করে ফেলল। আজকে দেখুন, মুহাম্মাদ সাঃ এর উম্মতের মধ্যে কি হচ্ছে? আলেমরা ইজমা করে অর্থাৎ ভোট দিয়ে, ইশতিহাদ করে গনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ইসলাম প্রতিস্থায় কাজ করা যাবে - এই ফতোয়া মুসলিম সমাজে প্রতিষ্ঠিত করে ফেলেছে। ঠিক ইসা আঃ এর অনুসারী খ্রিস্টানদের আলেম/পুরোহিতদের মত এই আলেমরাও শিরককে মুসলিম সমাজে প্রতিষ্ঠিত করে ফেলেছে। সহীহ মুসলিম ২৬৬৯ক হাদিসে উল্লেখিত নবীর (সাঃ) কথা যে সত্য তার প্রমাণ পেয়েছেন?

সেই সময়ে আলেম না হয়েও সম্রাট কনস্টানটাইন সত্যটা জানতেন তাই তিনি আলেমদের ভোটের এই ফলাফল মেনে নেন নি এবং রাষ্ট্রীয় আদেশ আকারে আলেমদের এই রায়কে জারি করেন নি।

ইসা আঃ এর অনুসারীদের যেমনিভাবে তাদের আলেম সমাজ / পুরোহিত সমাজ শিরকের মধ্যে ডুবিয়ে দিয়েছিল তেমনি মুহাম্মাদ সাঃ এর অনুসারীদেরকে বর্তমানকালের আলেম সমাজ, মুফতি, মুহাদ্দিস, শায়েখরা শিরকের মধ্যে ডুবিয়ে দিয়েছে।

গুহাবাসী যুবকদের মধ্যে কেউ আলেম বা পুরোহিত ছিল এমন কোন কথা কোরআন বা হাদিসে নেই, বুঝা যাচ্ছে তারা ছিল ইসা আঃ এর সাধারণ অনুসারী। আজকে মিলিয়ে দেখুন যারা কখনো মাদ্রাসায় পড়েনি তারাই গনতন্ত্রবিহীন, পীরতন্ত্রবিহীন ইসলাম প্রতিষ্ঠার কথা বলছে। তারাই দাজ্জাল ও তার বাহিনী দ্বারা নির্যাতিত হচ্ছে।

"আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবাই তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে, সার্বভৌমত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা তাঁরই; তিনি সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান" । (সূরা তাগহাবুনঃ১)

".....। হুকুম (বিধান বা আইন) দেয়ার অধিকার শুধু আল্লাহরই.....।" ( সূরা ইউসুফঃ ৪০)

".....আল্লাহ ছাড়া হুকুমদাতা বা আইনদাতা কেউ নেই, আমি তাঁর উপরই নির্ভর করি, যারা নির্ভর করতে চায়, তারা তাঁর উপর নির্ভর করুক।" (সূরা ইউসুফঃ ৬৭)

আল্লাহ বলছেন, সার্বভৌমত্বের মালিক আল্লাহ। অন্য দিকে বাংলাদেশের সংবিধান বলছে, সার্বভৌমত্বের মালিক রাষ্ট্র, সার্বভৌমত্বের মালিক জনগণ। এখন বাংলাদেশের সংবিধান মানলে আপনার কোরআনকে অস্বীকার করা হয়, আল্লাহ যে সার্বভৌমত্বের একমাত্র মালিক এই কথাকে অস্বীকার করা হয়। অন্যদিকে বাংলাদেশের সংবিধান না মানলে আপনার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতাসহ বিভিন্ন ভয়াবহ মিথ্যা মামলা দিবে দাড্জাল এবং দাড্জালের বাহিনী। বাংলাদেশের সংবিধান মানলে আপনার ঈমান থাকে না, আপনি কাফির হয়ে যান। এখন যারা বলে যে, আমরা গনতান্ত্রিক নির্বাচন করে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করব, তারা তো প্রকাশ্যে বাংলাদেশের সংবিধান মেনে নিচ্ছে। রাষ্ট্রপতি থেকে শুরু করে এমপি, মন্ত্রী, সকল সরকারী চাকরী, সেনাবাহিনীর চাকরী, ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে এই অঙ্গিকার করতে হয় যে নিয়োগ পাওয়া ঐ ব্যক্তি বাংলাদেশের সংবিধানের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য করবে। তারপর তারা মুসলিম থাকে কি ভাবে? কি ভয়াবহ মিথ্যাচার করে, সত্য গোপন করে বাংলার আলেম সমাজ এই অঞ্চলের মুসলিমদের কাফির বানিয়ে দিচ্ছে। আল্লাহ কি আমাদেরকে শিরক করে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে বলেছেন?

জীবনে কোনদিন মাদ্রাসায় পড়েনি এমন কিছু যুবক, ব্যক্তি এই সকল ভণ্ড আলেমের মিথ্যা ফতোয়ার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে গেছে। নির্যাতন, মামলা, জেল, হত্যাকে মেনে নিয়ে তারা মুহাম্মাদ সাঃ এর পীরতন্ত্রবিহীন, গনতন্ত্রবিহীন ইসলাম প্রচার করে যাচ্ছে। খ্রিস্টানদের ঘটনার সাথে মিলছে আমাদের ঘটনা?

সহীহ মুসলিম ২৬৬৯ক হাদিসে উল্লেখিত হাদিস এবং ইতিহাস থেকে প্রাপ্ত তথ্য এবং আমাদের বর্তমান অবস্থা প্রমাণ করে যে, মুহাম্মাদ (সাঃ) আল্লাহ এর রসূল এবং যা কিছু হচ্ছে তা আল্লাহ এর পরিকল্পনা মোতাবেক-ই হচ্ছে।

আলী হাসান ওসামা, মিজানুর রাহমান আযহারী, শায়েখ আহমদুল্লাহ, কাজি ইব্রাহিম, মামুনুল হক, জামাতে ইসলামী, চরমোনাই পীর ইত্যাদি বাংলাদেশের যে সকল আলেম গনতান্ত্রিক উপায়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে চায়, গনতান্ত্রিক নির্বাচন করে, সত্য গোপন করে তারা সবাই বিভ্রান্ত এবং শিরকে নিমজ্জিত। এরা হচ্ছে তারা যারা জাহান্নামের দরজায় দাঁড়িয়ে মানুষকে (মুসলিমদেরকে) জাহান্নামের দিকে ডাকছে।

“আল্লাহ এর শত্রুদের প্রতিফল এটা - আগুন, এটার (আগুনের) ভিতরে হবে তাদের চিরস্থায়ী আবাস। আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করার প্রতিফল। (২৮) আর যারা কুফরী করেছে তারা বলবে, “হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে জিন ও মানুষের মধ্যে থেকে যারা ভুল পথ দেখিয়েছিল তাদেরকে দেখিয়ে দাও, আমরা তাদেরকে আমাদের পায়ের নীচে পিষে ফেলব, যাতে তারা সবচেয়ে নিকৃষ্টদের মধ্যে থাকে। (২৯)” (সূরা ফুসিলাতঃ২৮-২৯)

কারা কোরআনের আয়াত সমূহকে অস্বীকার করেছে? কোরআনে কি ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য গনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচনের কথা বলা আছে? নাকি দাওয়াত এবং জিহাদের কথা বলা আছে? যে অঞ্চলে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত নেই সেই অঞ্চলে ইসলাম প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি হচ্ছে দাওয়াত ও জিহাদ। আর যে অঞ্চলে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে বা পূর্ব থেকেই ঐ অঞ্চলে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত ছিল সেখানে মুসলিমদের নেতা বা খলিফা নির্ধারণের জন্য অল্প কিছু ব্যক্তির মতামত নেয়ার বিধান আছে।

ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলামে ভোটের বা নির্বাচনের কোন নিয়ম নেই। গনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ভোট বা নির্বাচন তো ইসলামে নেই। যে ব্যক্তি গনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ইসলাম প্রতিষ্ঠার কাজ করবে বা নির্বাচন করবে সে কোরআনের আয়াত অস্বীকারকারী এবং নবীর সুন্নতকে অস্বীকারকারী। কারা মানুষকে জাহান্নামের দিকে ডাকছে এবার চিন্তা করে দেখুন। জামাতে ইসলামীর উচিত সঠিক পথে ফিরে আসা এবং গনতান্ত্রিক নির্বাচন বাদ দিয়ে দাওয়াতের মাধ্যমে বঙ্গ অঞ্চলে ইসলাম প্রতিষ্ঠার কাজ করা।

এতক্ষণ আমরা সেই সকল তরুণ, যুবকদের কথা জানলাম কিন্তু তারা কারা, তাদের জীবন যাপন পদ্ধতি কি - তা কি জানব না? আমি যে বলেছিলাম তারা হচ্ছে মুসার সেই মাছ - যে মাছ ছিল মৃত কিন্তু সেই মাছকে আল্লাহ জীবিত করেন। মুসার মাছ সেই জ্ঞান অর্জনের জায়গা দেখাবে - যে জায়গায় মুসা এবং খিজিরের জ্ঞান মিলিত হয়। আসুন সেই সকল মাছের গল্প শুনি - এতে আমরা সূরা কাহফ আরও ভালো বুঝতে পারব।

## ভার্সিটির গল্প

তারিখঃ ২৪ নভেম্বর, ২০১১

সময়ঃ আনুমানিক দুপুর ১২ঃ১৫

ভার্সিটির এই সময়টা আমার অলস সময় কাটে। একটা ক্লাস সকাল ৯ টায় তো আরেকটা ক্লাস বিকাল ৩ টায়। মাঝের সময়টা কি করবো বুঝতে পারি না। আমার তেমন বন্ধু নেই। চারিদিকে ছেলেমেয়েদের কোলাহল। ভার্সিটি মনে হয় প্রেম করার ভালো জায়গা নয় কারণ আশেপাশে তো কোন কাপল দেখতে পাই না। জায়গায় জায়গায় ছেলেমেয়েরা দলা পাকিয়ে আছে। তাদের আড্ডার বিষয় ক্ষণে ক্ষণে পাল্টায়। ক্লাসে আজকে মজার কি হল, কোন স্যার কোন ম্যাডামের আকৃষ্ট, মিড টার্ম চলে এসেছে কিন্তু কোন প্রিপারেশন নেই - কি যে করি - এই সব আলোচনা। এদের আলোচনা কখন যে ইংলিশ প্রিমিয়ার লীগের চেলসি ম্যাচ থেকে ক্লাসের চেলসির ভিতরে চলে যায় - বুঝা দুষ্কর। এদের ভাষা বুঝতে হলে এদের মত হতে হবে। এই যেমনঃ স্পোকেন ইংলিশ কোর্সের ম্যাডাম তো বলেই দিলেন যে, এবার গ্রুপ ওয়ার্কে প্রতি গ্রুপে অবশ্যই girls and boys combined হতে হবে। কোন গ্রুপ যেন শুধু ছেলে বা শুধু মেয়ে - এমন না হয়। এ রকম হলে গ্রুপ ওয়ার্কে ২০% নাম্বার কাঁটা যাবে। সাকি তো বলেই দিলো, "ম্যাডাম, আমাদের গ্রুপে কোন মেয়ে আসতে চায় না, আপনি থাকবেন আমাদের গ্রুপে? ক্লাসে মৃদু হাসির শব্দ। ম্যাডাম উত্তর দিলেন, " সেটা কিভাবে সম্ভব তোমাদের স্যার শুনলে রাগ করবে যে !" ক্লাসে এত জোরে হাসির শব্দ যে, ম্যাডাম আর কি যেন বললেন শুনতেই পেলাম না। ম্যাডাম যেন আমাদের বন্ধু, বয়স ৪০ হলেও মনে হয় যেন আমাদের বয়সী। দেখতে কেমন?

রিয়াজ ভাই, রিয়াজ ভাই, পিছন থেকে কেউ একজন ডাক দেয়াতে আমার চিন্তায় ছেদ পড়ল।  
তারেক ডাকছে।

ক্লাস আছে, যাবেন নাকি?

আমি কি করবো - বুঝতে পারছিলাম না। আমার ক্লাস ৩ টায়, এখন বেলা ১২ঃ৩০ এর মত  
বাজে। অনেক সময় বাকি। এদের সাথে আড্ডা দিয়ে সময়টা পার করে দেয়া যেতে পারে।

আজকে ক্লাস হবে দ্বিতীয় তলার বারান্দায়। এদের ক্লাসের জায়গার ঠিক নেই। আজকে  
বারান্দায় তো কালকে খোলা মাঠে, পরশু পাঁচ তলার কোন খালি ক্লাস রুমে।

আজকে ক্লাস নিবেন তমাল ভাই। তমাল ভাই, শুরু করলেনঃ

আপনারা কি জানেন আল্লাহ এর কাছে একজন মুমিনের মূল্য কত বেশী?

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত:

মদীনার এক রাস্তায় রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমার সাথে দেখা করলেন। তখন আমি জুন্স অবস্থায়  
ছিলাম। তাই আমি তাঁর কাছ থেকে সরে গিয়ে গোসল করতে গেলাম। ফিরে আসার পর  
রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, "হে আবু হুরায়রা! তুমি কোথায় ছিলে?" আমি বললাম, "আমি জুন্স  
অবস্থায় ছিলাম, তাই (সেই অবস্থায়) আপনার সাথে বসা আমার পছন্দ ছিল না।" রাসূলুল্লাহ  
(সাঃ) বললেন, "সুবহানাল্লাহ! মুমিন কখনও অপবিত্র হয় না।" সহীহ আল বুখারী ২৮৩

আবদুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

"আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে কাবাঘর তাওয়াফ করতে দেখেছি এবং বলতে দেখেছি: 'তুমি  
(কাবা) কতই না উত্তম, তোমার সুগন্ধ কতই না উত্তম; তুমি কতই না মহান এবং তোমার  
পবিত্রতা কতই না মহান। সেই সত্তার শপথ যার হাতে মুহাম্মদের প্রাণ, আল্লাহর কাছে মুমিনের  
পবিত্রতা তোমার পবিত্রতা - তার রক্ত ও সম্পদ, এবং তার সম্পর্কে ভালো ধারণা ছাড়া অন্য  
কিছু ভাবার - চেয়েও মহান।' (সুনান ইবনে মাজাহ ৩৯৩২) (দারুস সালাম হাদিসটিকে যঈফ  
বলেও আল বানীর মতে, হাদিসটি সাহিহ লি- গায়রিহি, অর্থাৎ হাদিসটি নিজে chain of  
narration এর কারণে যঈফ হলেও বাহ্যিক প্রমাণের কারণে সাহিহ)

একজন মুমিন কেন আল্লাহ এর কাছে এত সম্মানিত? কারণ সে অন্তর থেকে কালিমাকে স্বীকার এবং বিশ্বাস করেছে। সে বিশ্বাস করেছে যে, আল্লাহ ছাড়া কারো আনুগত্য পাবার অধিকার নেই, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো আইন দেয়ার অধিকার নেই, আল্লাহ ছাড়া কোন আইনদাতা নেই। মুহাম্মাদ সাঃ আল্লাহ এর প্রেরিত দূত। এই মুমিন ইসলামের সাথে অন্য যে কোন কিছুর মিশ্রণকে অস্বীকার করেছে। সে গণতান্ত্রিক ইসলাম, পীরতান্ত্রিক ইসলামকে অস্বীকার করেছে। সে শুধু মুহাম্মাদ সাঃ এর আনিত ইসলামকেই স্বীকার করে। শাওন ভাই কি বলতে পারবেন, কালিমার অর্থ কি?

পাশে বসা ছেলেমেয়েগুলো হটাত হৈ হৈ করে উঠল। একজনের ব্যাগ থেকে গিটার বের হল – এত ছোট গিটার আমি আগে দেখিনি, সম্ভবত বিদেশ থেকে এনেছে। ছিপছিপে একটা ছেলে গান ধরলঃ

"তোমার বাড়ির রঙের মেলায়  
দেখেছিলাম বায়োস্কোপ  
বায়োস্কোপের নেশায় আমায় ছাড়ে না  
বায়োস্কোপের নেশায় আমায় ছাড়ে না  
ডাইনে তোমার চাচার বাড়ি বাঁয়ের দিকে পুকুরঘাট  
সেই ভাবনায় বয়স আমার বাড়ে না  
সেই ভাবনায় বয়স আমার বাড়ে না"

গানের তালে তালে তালি চলছে। আমার আর ক্লাসে মন বসছে না। আমি তো এসেছিলাম আড্ডা দিতে, আমি ইসলামের ব্যাপারে অত সিরিয়াস না। আমি গান শোনায় মনোযোগ দিলাম।

হটাত আমার গান শোনায় ছেদ টানল তারেক। ভাই, জরুরী কথা আছে শুনে যান।  
কি বলো?

আমাদের ভার্শিটিৰ সামনের রাস্তায় ১ গাড়ি কালো বাহিনী এসেছে। ওরা আমাদের জন্য এসেছে নিশ্চিত না তবে সাবধান থাকা ভালো।

আমার মুখ দিয়ে বের হয়ে গেলো, সর্বনাশ, তাহলে এখন?

আপনি ভয় পাইয়েন না। এগুলি কিছু না। ওরা যতক্ষণ না যায় – ভার্শিটি থেকে বের হবেন না।

ওরা যদি না যায়?

এটা একটা সমস্যা। ৫ টার দিকে ভার্শিটি খালি হওয়া শুরু হবে - তখন বের হওয়া আরও মুশকিল। অন্য ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে বের হতে হবে। দেখি কি করা যায় – এখন ভার্শিটি থেকে বের হবেন না। ওদের লোক হয়তো ভিতরে ঢুকে আপনাকে আমাদের সাথে দেখেছে - এখন বের হলে ধরতে পারে।

আমার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেলো, শরীরে ঠাণ্ডা একটা পানির স্রোত টের পেলাম।

তমাল ভাই পিছন থেকে বললেন, এইগুলি কিছু না। একটা কিছু ব্যবস্থা হবে। এইগুলি সিলি ব্যাপার।

তারেক, তুমি রিয়াজ ভাইয়ের সাথে থাকো।

আমি আর রিয়াজ হাটতে লাগলাম। কিছুদূর গিয়ে বারান্দায় দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে পড়লাম। জীবনে কোন দিন এই রকম বিপদে পড়ি নাই। ক্লাস ৩-৪ এর পর কারো সাথে মারামারি করি নাই। কাউকে মারি নাই, কারো মাইর ও খাই নাই। কালো বাহিনী ধরলে যে কি করবে - চিন্তা করতেই মাথা ধরে গেলো। রিয়াজ ভাই, আপনি তো জেলে গেসিলেন, ওরা ধরার পর কি অনেক মারে?

হুম, পা উলটিয়ে ছাদের সাথে টাঙ্গিয়ে পিটায় – যতক্ষণ আপনি অজ্ঞান না হয়ে যাবেন।

বলেন কি?

অনেক সময় পুরুষ অঙ্গে ইলেকট্রিক শক দেয়।

কি বলেন? আমার মাথা ঘুরে গেলো, শ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছিল।

সেদিন আমরা ভার্শিটির পিছন দিকের দেয়াল উপকে বের হয়েছিলাম।



জীবন তো এভাবেই কেটে যায়। কার বাবা যেন ছেলেকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছিল। তাদের সবার পরিবার-ই সচ্ছল। অনেকের বাবা তো কোটিপতি।

\*\*\* ভার্শিটির এই গল্পটি নিছক একটি গল্প। বাস্তবে এই রকম কোন ঘটনা ঘটেনি। আল্লাহ মুসা এবং খিজিরকে যেই জ্ঞান দিয়েছিলেন সেই জ্ঞান বর্তমান জমানায় যাদেরকে দিয়েছেন তাদের সম্পর্কে আপনাদের কিছু বুঝানোর জন্য এই গল্পটি লিখেছি। আমি এদেরকে নিয়ে অনেক চিন্তা করে দেখেছি যে, এদেরকে যদি আল্লাহ নিজে জ্ঞান না দিতেন তাহলে ভার্শিটির পশ্চিমা পরিবেশে তারা কিভাবে ইসলাম গ্রহন করে এবং ইসলামের জন্য sacrifice করে? তারা কিন্তু আলেমদের প্রচার করা গণতান্ত্রিক ইসলাম বা পীরতান্ত্রিক ইসলাম গ্রহন করে নাই – তারা মুহাম্মাদ সাঃ এর আনিত ইসলাম-ই গ্রহন করেছে এবং প্রচার করেছে। এজন্য তাদের জীবনের, জীবিকার, লেখাপড়ার কি অবস্থা হয় তা হয়তো উপরের গল্প পড়ে কিছুটা বুঝতে পেরেছেন। মামলা, নির্যাতন, পিতামাতা কর্তৃক বাসা থেকে বের করে দেয়া - এদের দৈনন্দিন জীবনের অংশ।

### **ইসলাম গ্রহনের পূর্বে আমার সামনে যে প্রশ্ন এসে দাঁড়ায়**

ভার্শিটিতে ভর্তির আগ পর্যন্ত বাপ-দাদার ইসলাম, আলেম -ওলামার প্রচার করা পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের ইসলাম, সামাজিক ইসলাম গ্রহন করেছিলাম যা প্রকৃত অর্থে ইসলাম ছিল না। আমি ভার্শিটিতে গিয়ে প্রথম ইসলামের দাওয়াত পেয়েছিলাম, কালিমার অর্থ জেনেছিলাম। ইসলাম গ্রহন করতে হলে ইসলাম সম্পর্কে জেনে, কালিমার অর্থ জেনে, বুঝে ডিসিশান (সিদ্ধান্ত) নেয়া লাগে যে, আমি ইসলাম গ্রহন করবো কি না?

মাদ্রাসা থেকে পাস করা কোন 'আলেমের' কাছ থেকে আমি ইসলাম পাইনি। মাদ্রাসা থেকে পাস করা আলেমদের ভিতরে অন্তঃসারশূন্য চিংকার ছাড়া আর কিছুই নেই। গনতন্ত্র শিরক – এই কথা কয়জন আলেম প্রচার করে?

যখন মুহাম্মাদ সাঃ কে মদিনায় নেয়ার ব্যাপারে মদিনা থেকে প্রতিনিধিদল মক্কার আকাবায় রাতে আলোচনা করতে এসেছিলেন, তখন নবীর চাচা ইবনে আব্বাস (রাঃ) মদিনার লোকদের বলেছিলেন, মক্কায় নবীর (সাঃ) বংশের লোক আছে, তাঁর পরিবারের লোক আছে, তারা নবীকে যতটুকু পারে রক্ষা করছে এবং করবে। তোমরা কি নবীকে সেইভাবে নিরাপত্তা দিতে পারবে যেভাবে তোমরা তোমাদের পরিবারকে নিরাপত্তা দাও? মনে রেখো, নবীকে (সাঃ) তোমাদের সাথে নিয়ে গেলে সমগ্র আরব তোমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরবে - তোমরা কি পারবে নবীকে সেইভাবে নিরাপত্তা দিতে যেভাবে তোমরা তোমাদের পরিবারকে নিরাপত্তা দাও ? এই ব্যাপারে যার অন্তরে বিন্দুমাত্র সন্দেহ আছে সে পিছিয়ে যাও। ব্যাপারটা গভীর চিন্তার বিষয়। নবীকে (সাঃ) নেয়া মানে সমগ্র আরবের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া। মদিনার অল্প কিছু লোক কিভাবে এই ঝুঁকি নিবে? এটা তো প্রায় নিশ্চিত মৃত্যুর শামিল এবং নিজের পরিবারকে চরম বিপদে ফেলার শামিল। কিছুক্ষন চিন্তা-ভাবনার পর মদিনা থেকে আগত দলের একজন নবীর কাছে উপরোক্ত শর্তে বায়াত দেন। তারপর ধীরে ধীরে মদিনা থেকে আগত সকলে বায়াত দেন। আমি যখন ইসলাম গ্রহন করবো কি না - এই সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছিলাম, আমার সামনে ঠিক এই প্রশ্নটাই এসে দাঁড়িয়েছিল - যে প্রশ্নটা ইবনে আব্বাস রাঃ মদিনা থেকে আগত লোকদের করেছিলেন। আমি যদি ইসলাম গ্রহন করি তাহলে সমগ্র পৃথিবী আমার বিরুদ্ধে দাঁড়াবে, আমি কি ইসলাম গ্রহন করব? সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ এর জন্য যিনি আমাকে গনতন্ত্রমুক্ত, পীরতন্ত্রমুক্ত ইসলাম গ্রহন করিয়েছেন।

### তাদের নিয়ে কিছু জিজ্ঞেস করাও নিষেধ

"কতক লোক বলবে, 'তারা ছিল তিনজন, তাদের চতুর্থটি ছিল তাদের কুকুর।' আর কতক লোক বলবে, 'তারা ছিল পাঁচ জন, তাদের ষষ্ঠটি ছিল তাদের কুকুর', (এ কথা তারা বলবে) অজানা বিষয়ে সন্দেহপূর্ণ অনুমান। আবার তাদের কতক লোক বলবে, 'তারা ছিল সাতজন, আর তাদের অষ্টমটি ছিল তাদের কুকুর।' বল, 'তাদের সংখ্যা সম্পর্কে আমার প্রতিপালকই বেশি জানেন।' অল্প কয়জন ছাড়া তাদের সংখ্যা সম্পর্কে কেউ জানে না। সুতরাং নিশ্চিত

জ্ঞান ছাড়া তাদের ব্যাপার নিয়ে বিতর্ক করো না, আর তাদের সম্পর্কে কারো কাছে কিছু জিজ্ঞেসও করো না।(২২) (সূরা কাহফঃ২২)

আল্লাহ বলেছেন, "সুতরাং নিশ্চিত জ্ঞান ছাড়া তাদের ব্যাপার নিয়ে বিতর্ক করো না, আর তাদের সম্পর্কে কারো কাছে কিছু জিজ্ঞেসও করো না।" এই কথার অর্থ কি? তাদের সম্পর্কে কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করাও অন্যায়। নিশ্চিত জ্ঞান ছাড়া এই বিষয়ে আলোচনা করাও গুনাহের কাজ হবে। কাউকে তাদের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতেও আল্লাহ নিষেধ করেছেন।

বর্তমান জমানায় যাদেরকে আল্লাহ, মুসার মাছের মত, মৃত (কুফরি) থেকে জীবিত (বিশ্বাসী) করেছেন তাদের নিয়ে কোন আলোচনাই করো না, তারা কেন পাঞ্জাবি পড়ে না? তারা ইসলাম সম্পর্কে কি জানে? তারা কোন মাদ্রাসায় পড়েছে? তারা কি আরবী ভাষা বুঝে? তারা কেন কো- এডুকেশনে লেখাপড়া করে যদি তারা এতই ইসলাম মানে? তারা কেন কোন দেওবন্দি আলেমের কাছে বায়াত নেয় না? হাদিস বাংলায় পড়ে আলেম হইসে ! --- এই রকম কোন কথাই তাদেরকে নিয়ে আলোচনা করো না। কারণ তারা তাদের বাবার কোটি টাকার সম্পদ ছেড়ে, বিলাসী জীবন ছেড়ে দিয়ে ইসলামের জন্য নিজেকে কোরবানি করতে এসেছে অন্যদিকে তোমরা ওয়াজের নামে ইসলাম বেচে খেতে এসেছ। তারা যখন গনতন্ত্র শিরক, পীরতন্ত্র শিরক এই কথা প্রচার করছে তখন তোমরা ইসলামে গনতন্ত্র আছে বলে নির্বাচন করে এমপি হবার স্বপ্ন দেখছ। আল্লাহ তাদেরকে সেই জ্ঞান দিয়েছেন যা তিনি মুসা এবং খিজিরকে দিয়েছিলেন। দাজ্জালের বিরুদ্ধে তারাই জ্ঞানের লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। তাই, তাদের নিয়ে নিশ্চিত জ্ঞান ছাড়া কোন কথা বলো না। সুবহানাল্লাহ, আল্লাহ নবীর (সাঃ) কিছু উম্মতকে কত সম্মান দিয়েছেন। সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ এর জন্য।

তাদেরকে নিয়ে বেশী আলোচনা করো না কারণ তাহলে দাজ্জালের বাহিনী তাদের খোঁজ পেয়ে যাবে এবং তোমার কারণে তারা বিপদে পড়বে। কাউকে তাদের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতেও আল্লাহ নিষেধ করেছেন। কারণটা আশা করি বুঝতে পেরেছেন।

## সূরা কাহফে মাজুজদের বর্ণনা

"আসমান যমীনের সৃষ্টিকালে আমি তাদেরকে সাক্ষী রাখিনি, আর তাদের নিজেদের সৃষ্টি (প্রত্যক্ষ করার জন্য)ও না, পথভ্রষ্টকারীদেরকে সাহায্যকারী গ্রহণ করা আমার কাজ নয়।"  
(সূরা কাহফ ৫১)

এখন অনেক মুসলিম "আলেম" ইসলাম প্রচারের জন্য বলেন যে, কোরআনে বিগ ব্যাঙ থিওরির (Big Bang Theory) কথা ১৪০০ বছর আগেই বলা আছে। তারা বলতে চায় যে, বর্তমানে যে বিজ্ঞানীরা বলছেন যে, মহাবিশ্ব সৃষ্টির সময় সবকিছু একটি বিন্দুতে ছিল তারপর সবকিছু পরস্পর থেকে দূরে সরে যেতে থাকে এবং ধীরে ধীরে সবকিছু (গ্রহ, নক্ষত্র, পৃথিবী) এমন হয়েছে - এই কথা কোরআনে ১৪০০ বছর আগেই বলা হয়েছে - তাই কোরআন আল্লাহ এর বানী কারণ ১৪০০ বছর আগে এই কথা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জানার কথা নয়।

কিন্তু আমরা তো দেখতে পাচ্ছি যে, আল্লাহ সূরা কাহফের ৫১ নাম্বার আয়াতে বলছেন যে, মানুষ (বিজ্ঞানীরা) এই কথা জানবে কিভাবে কারণ আল্লাহ তো তাদেরকে গ্রহ, নক্ষত্র, পৃথিবী (আসমান) সৃষ্টির সময় সাক্ষী হিসেবে ডাকেন নি। তারা সেই সময় সেখানে ছিল না। এখন বিজ্ঞানীরা কিভাবে দাবী করতে পারে যে - তারা গ্রহ, নক্ষত্র, পৃথিবী সৃষ্টির সময়ের অবস্থা সম্পর্কে জানতে পেরেছে?

যাদুর কাজ হচ্ছে আল্লাহ এর আয়াতকে চ্যালেঞ্জ করা। বিজ্ঞানীরা জ্ঞানের দিক থেকে কোরআনকে চ্যালেঞ্জ করছে যে, যে জ্ঞান আল্লাহ কোরআনে দিয়েছেন তা তারা কোরআন ছাড়াই অন্যভাবে জানতে পেরেছে। কিন্তু আল্লাহ সূরা কাহফে তাদের এই দাবীকে মিথ্যা বলে প্রমাণ করেছেন যে, বিজ্ঞানীদের দাবী মিথ্যা এই কারণে যে, আল্লাহ গ্রহ, নক্ষত্র, পৃথিবীর শুরুর অবস্থা তাদেরকে দেখার জন্য বা সাক্ষী থাকার জন্য ডাকেন নি; তাহলে তারা

(বিজ্ঞানীরা) কিভাবে জানবে যে, গ্রহ, নক্ষত্র, পৃথিবীর শুরুর অবস্থায় কি হয়েছিল বা তারা কেমন ছিল?

\*\*\* এই বিষয়ে "মুক্তিপ্ৰাপ্ত ইয়াজুজ মাজুজ এবং আবির্ভূত দাজ্জাল" বইয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

### মুমিনদের জন্য সুসংবাদ

"যারা বিশ্বাস করে এবং সৎ কাজ করে - যারা ভালো কাজ করে তাদের কর্মফল আমি নষ্ট করি না। (৩০) এরাই তারা, যাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী জান্নাতসমূহ, যার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হয় নদীসমূহ। সেখানে তাদেরকে অলংকৃত করা হবে স্বর্ণের চুড়ি দিয়ে এবং তারা পরিধান করবে মিহি ও পুরু সিল্কের সবুজ পোশাক। তারা সেখানে (থাকবে) আসনে হেলান দিয়ে। কী উত্তম প্রতিদান এবং কী সুন্দর বিশ্রামস্থল!" (৩১) (সূরা কাহফ ৩০-৩১)

সূরা কাহফের শুরুর দিকের আয়াতে আল্লাহ জান্নাতের বর্ণনা দিয়েছেন। নিশ্চয়ই জান্নাত অনেক সুন্দর পুরস্কার।

"যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে তাদের আপ্যায়নের জন্য আছে জান্নাতুল ফিরদাউস। (১০৭) যেখানে তারা চিরকাল থাকবে, আর কখনও অন্য কোথাও যেতে চাইবে না।(১০৮)" (সূরা কাহফঃ ১০৭,১০৮)

আল্লাহ বিশ্বাসীদের জন্য অনেক পুরস্কারের বর্ণনা সূরা কাহফে দিয়েছেন। প্রথমে আল্লাহ জান্নাতের পরিবেশ, নদী, অলঙ্কার , পোশাক, আসনের বর্ণনা দিয়েছেন। তারপর আল্লাহ বলেছেন যে, জান্নাত এমন আবাসস্থল যেখান থেকে কেউ অন্য কোথাও যেতে চাইবে না।

"বল, 'সমুদ্রগুলো যদি আমার প্রতিপালকের কথা লেখার জন্য কালি হয়ে যায়, তবে আমার প্রতিপালকের কথা লেখা শেষ হওয়ার আগেই সমুদ্র অবশ্যই নিঃশেষ হয়ে যাবে, আমি যদি এর সাহায্যের জন্য আরো অনুরূপ পরিমাণ সমুদ্র নিয়ে আসি তবুও।' (১০৯) বল, 'আমি তোমাদেরই মত একজন মানুষ, আমার নিকট ওয়াহী করা হয় যে, তোমাদের ইলাহ কেবল এক ইলাহ। কাজেই যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের সঙ্গে সাক্ষাতের আশা করে, সে যেন সৎ 'আমাল

করে আর তার প্রতিপালকের 'ইবাদাতে কাউকে শরীক না করে।' (১১০)" (সূরা কাহফ ১০৯-১১০)

এখন এমন কিছু আল্লাহ এর বান্দা আছে যারা আল্লাহকে বলে যে, আল্লাহ আমি জান্নাতের চেয়ে দামি পুরস্কার চাই আর সেটা হচ্ছে আমি আপনার কাছে থাকতে চাই। আমাকে দাউদালের বাহিনী অনেক পিটিয়েছে, দিনের পর দিন আটকে রেখে আমাকে নির্যাতন করা হয়েছে, আমাকে দিনের পর দিন আটকে রেখে ধর্ষণ করা হয়েছে, আমার পুরুষ অঙ্গে ইলেকট্রিক শক দেয়া হয়েছে। আমি আল্লাহ এর কাছে থাকতে চাই, এছাড়া অন্য কিছু আমি চাই না। তাদেরকে আল্লাহ বলে দিলেন, " .....কাজেই যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের সঙ্গে সাক্ষাতের আশা করে, সে যেন সৎ 'আমাল করে আর তার প্রতিপালকের 'ইবাদাতে কাউকে শরীক না করে।' (১১০)" (সূরা কাহফ ১০৯-১১০)

আল্লাহ এর সাক্ষাৎ লাভ-ই আখিরাতে সবচেয়ে বড় পুরস্কার। এর চেয়ে বড় কিছু আর নাই। আর আপনি আল্লাহ এর সবচেয়ে কাছে থাকতে পারবেন যদি আপনি মুহাম্মাদ সাঃ এর সাথে আখিরাতে জান্নাতে থাকতে পারেন কারণ মুহাম্মাদ সাঃ আল্লাহ এর যতটুকু কাছে থাকবেন - উনার চেয়ে বেশী কাছে অন্য কোন মানুষ যেতে পারবে না।

রাবী'আ বিন কা'ব বলেন:

আমি এক রাতে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-এর সাথে ছিলাম। আমি উনাকে পানি এবং উনার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র এনে দিলাম। তিনি আমাকে বললেন: (তোমার পছন্দের কিছু) চাও। আমি বললাম: আমি জান্নাতে আপনার সাহচর্য চাই। তিনি (সাঃ) বললেন: অথবা এর বাইরে অন্য কিছু। আমি বললাম: (আমার যা প্রয়োজন) এটাই। তিনি বললেন: তাহলে তুমি ঘন ঘন সিজদা করে তোমার জন্য এটি অর্জনে আমাকে সাহায্য করো। (সহীহ মুসলিম ৪৮৯)

এখানে খেয়াল করার মত বিষয় হচ্ছে, রাবী'আ বিন কা'ব (রাঃ) কে যখন আল্লাহ এর রসূল সাঃ জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, "অথবা এর বাইরে অন্য কিছু"; তখন তিনি উত্তর দিয়েছিলেন যে তিনি এটাই চান, অন্য কিছু তিনি চান না। যদি তিনি অন্য কিছুও চাইতেন তাহলে কি হত?

তিনি অন্য কিছু না চাইলে মুহাম্মাদ সাঃ উনাকে বলেছিলেন যে, "তাহলে তুমি ঘন ঘন সিজদা করে তোমার জন্য এটি অর্জনে আমাকে সাহায্য করো।"

এর অর্থ আমি বুঝেছি যে, যারা আল্লাহ এবং তাঁর রসূল (সাঃ) কে চায় তারা অন্য কোন কিছুর প্রতি আর আকৃষ্টই থাকে না।

আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের (সাঃ) সাথে থাকার আরেকটি উপায় হচ্ছে আল্লাহ এবং তাঁর রসূলকে (সাঃ) ভালবাসা। এই সম্পর্কে মনে হয় আপনারা জানেন। তাই এই বিষয়ে আর আলোচনা করলাম না।

### আমি একা কি করব?

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন:

"ইসলামের সূচনা হয়েছিল অদ্ভুতভাবে এবং আবারও (ইসলাম) অদ্ভুত অবস্থায় ফিরে যাবে, অতএব অপরিচিতদের জন্য সুসংবাদ।" (সুনান ইবনে মাজাহ ৩৯৮৬)

যখন কাউকে ইসলামের দাওয়াত দেয়া হয় তখন ধনী লোক বলে, "আমার এত সুনাম, খ্যাতি, আলেম ওলামারা আমাকে এত সম্মান করে - এখন আমি যদি গনতন্ত্রকে শিরক হিসেবে ঘোষণা করে ইসলাম গ্রহন করি আর যদি দাজ্জালের বাহিনী আমাকে ধরে তাহলে আমার সম্মান থাকবে না, কোটি কোটি টাকার ব্যবসা থাকবে না। তাহলে দেখো, আমার জন্য ইসলাম গ্রহন করা বা ইসলাম প্রচার করা কত কঠিন, এটা কি আমার পক্ষে সম্ভব? তাছাড়া আমি একা কি করব?

যখন কাউকে ইসলামের দাওয়াত দেয়া হয় তখন দরিদ্র বা মধ্যবিত্ত লোক বলে, "আমার বাসা ভাড়া দেয়া লাগে, কোন মতে ডাল-ভাত খেয়ে আছি, আমি যদি গনতন্ত্রকে শিরক হিসেবে

ঘোষণা করে ইসলাম গ্রহন করি আর যদি দাজ্জালের বাহিনী আমাকে ধরে তাহলে আমার পরিবার দেখবে কে? সন্তানের কি হবে? বাসা ভাড়া দিবে কে? তাহলে দেখো, আমার জন্য ইসলাম গ্রহন করা বা ইসলাম প্রচার করা কত কঠিন, এটা কি আমার পক্ষে সম্ভব? তাছাড়া আমি একা কি করব?

এখন ধরুন বাংলাদেশের সেনাপ্রধানকে ইসলামের দাওয়াত দেয়া হল, তিনি কি বলতে পারেন, " আমি হচ্ছি সকল মানুষের নজরবন্দি। আমি যদি গনতন্ত্রকে শিরক হিসেবে ঘোষণা করে ইসলাম গ্রহন করি তাহলে আমাকে গ্রেফতার করে কোর্ট মার্শাল দেয়া হবে, তোমাদের ধরলে তো নরমাল কোর্টে বিচার আর আমাকে কোর্ট মার্শাল করা হবে। কোর্ট মার্শাল কত কঠিন তুমি কি জানো? তাছাড়া আমি একা কি করব?

এখন ধরুন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ইসলামের দাওয়াত দেয়া হল,তিনি কি বলতে পারেন, "আমি যদি গনতন্ত্রকে শিরক হিসেবে ঘোষণা করে ইসলাম গ্রহন করি তাহলে আমার দল, বিরোধী দল, জনগণ, আর্মি সবাই মিলে আমাকে গ্রেফতার করে জেল দিয়ে দিবে, তুমি বল – এটা কি সম্ভব? তাছাড়া আমি একা কি করব?

বুঝা গেলো, ইসলাম গ্রহন করা সবার জন্য প্রায় একই রকম। আপনি ধনী বা দরিদ্র বা মধ্যবিত্ত বলে আপনার জন্য ইসলাম গ্রহন করা ও প্রচার করা বেশী কঠিন আর অন্যদের জন্য সহজ ব্যাপারটা মোটেই এমন নয়।

আমরা ধরে নিচ্ছি - এরা সবাই বুঝতে পেরেছে যে ইসলাম সত্য এবং গনতন্ত্র শিরক কিন্তু তারা কেন ইসলাম গ্রহন করতে পারছে না? কারণ ইসলাম সম্পর্কে তাদের বিশ্বাস নিশ্চিত বিশ্বাস নয়, তাদের বিশ্বাস হচ্ছে সন্দেহযুক্ত বিশ্বাস – তাই তারা কেউই ইসলাম গ্রহন করলে, ইসলাম প্রচার করলে যে বিপদ আসবে তা গ্রহন করতে রাজি না। জামাতে ইসলামী এই রোগে আক্রান্ত। তাই, তারা ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য গনতন্ত্রের শিরকে ডুবে গেছে।



আপনি একা কি করবেন? চেষ্টা করুন। আল্লাহ আপনাকে পথ দেখাবেন।

আল্লাহ এর একটি নাম হচ্ছে আশ শাকুর (Ash-Shakur (الشَّكُورُ) ) - যিনি ক্ষুদ্র কাজের বিনিময়ে অনেক বড় প্রতিদান দেন।

It was narrated from Abu Hurairah that the Messenger of Allah (ﷺ) said:

"Islam began as something strange and will go back to being strange, so glad tidings to the strangers." Sunan Ibn Majah 3986

আপনি একা দেখেই তো আপনি Stranger. আর glad tidings to the strangers.

\*\*\* সূরা কাহফের প্রথম ১০ আয়াত এবং শেষ ১০ আয়াত এবং জুলকারনাইন সম্পর্কিত আয়াতগুলো "মুক্তিপ্রাপ্ত ইয়াজুজ মাজুজ এবং আবির্ভূত দাজ্জাল" বইয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তাই, এই বইয়ে উক্ত আয়াতগুলো আর আলোচনা করলাম না।

আমার বইগুলো পারলে download করে save করে রাখবেন কারণ আমার মনে হয়, এই ধরনের তথ্য আপনি অন্য কোথাও পাবেন না। বইগুলো অন্যদের সাথে শেয়ার করার অনুরোধ থাকল।

আমি এই বইয়ে যা কিছু লিখেছি তাতে ভুল কিছু থাকলে তা আমার এবং শয়তানের তরফ থেকে আর সঠিক কিছু থাকলে তা আল্লাহ এর তরফ থেকে। আল্লাহ সবচেয়ে ভালো জানেন। নিশ্চয়ই সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ এর জন্য।